ওয়াজ শিক্ষা

প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্‌সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ্‌, শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস" হইতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠ মুদ্রণ সন ১৪২১)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

প্রথম ভাগ

প্রশ্ন ঃ নায়েবে-রছুল আলেমে-রব্বানি কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ কওলোল-জমিল ও উহার টীকা শেফায়োল আলিল ১২৫/১৩৪ পৃষ্ঠা,—

"যে ব্যক্তি পাঁচটি গুণে বিভূষিত হয়েন, তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইবেন,—

১। তিনি তফছির, হাদিছ ফেকহ, ছলুক (তরিকত তত্ত্ব) আ'কায়েদ, নুহু ও ছরফ শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু মান্তেক ও হেকমত শিক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে জরুরি নহে।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "তিনিই (আল্লাহ) উম্মিদিগের মধ্যে রাছুল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহদের নিকট উক্ত আল্লাহ তায়ালার আয়ত সমূহ পাঠ করেন, তাহাদিগকে পরিস্কৃত করেন এবং তাহাদিগকে কেতাব (কোর-আন) ও হেকমত (হাদিছ) শিক্ষা প্রদান করেন।"

মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহঃ) উক্ত আয়ত হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্বীনি এল্‌ম কেবল কোর-আন ও হাদিছ ফেকহ,

ছলুক ও আ'কায়েদ কোর-আন ও হাদিছ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে, কোর-আন ও হাদিছ আসল (মতন) এবং ফেকহ ছলুক ও আ'কায়েদ এই তিন এল্‌ম উক্ত কোর-আন ও হাদিছের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আর কোর-আন ও হাদিছ বুঝা 'নূহু'' ও 'ছরফের' উপর নির্ভর করে, এইজন্য উক্ত এল্‌মদ্বয়কে দ্বীনি এল্‌মের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

২। তিনি তরিকতের কার্য্য গুলি শিক্ষা দিতে সংলিপ্ত থাকেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুরিদগণের সঙ্গে বসিয়া তাহাদিগকে এল্‌মে বাতিনী শিক্ষা দেন, ইহাই উল্লিখিত আয়তের ويزكيهم "এবং তিনি তাহাদিগকে পরিস্কৃত করেন" এই অংশ হইতে বুঝা যায়।

৩। তিনি ওয়াজ-নছিহত (সদুপদেশ) দ্বারা লোকদিগের (তত্ত্বাবধান) (হিত সাধন) করেন।

আল্লাহ তায়ালা রাছুল ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ-ছাল্লামকে বলিয়াছেন, "তুমি উপদেশ প্রদান কর, কারণ সদুপদেশ বিশ্বাসীদের সুফল দান করেন।"

ওয়াজকারী আলেমের পক্ষে গল্প-কাহিনী বর্ণনা না করা কর্ত্তব্য ছহিহ হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তৎপরে তাঁহার ছাহাবাগণ ওয়াজ নছিহত করিয়া মুছলমানগণের চরিত্র গঠন করিয়া দিতেন। এবনো মাজা উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) ও হজরত আবুবকর ও হজরত ওমারের (রাঃ) জামানায় গল্প কাহিনী বর্ণনা করা হইত না।"

আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছাহাবাগণ গল্প কাহিনী প্রচারক দিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন। ইহাতে অবগত হওয়া গেল যে, গল্প ও কাহিনী বর্ণনা করা ওয়াজ নছিহত নহে, বরং দূষিত বিষয়, পক্ষান্তরে ওয়াজ নছিহত করা প্রশংসনীয় বিষয়। এস্থলে যে গল্প কাহিনী বর্ণনা করা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার উদ্দেশ্য এই যে,

আজগবি আশ্চর্য্যজনক গল্প কাহিনী এবং সৎকার্য্য সমূহের ফজিলত সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত অসত্য কথা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। এই ওয়াজ নছিহত ও আজগবি কাহিনীর মধ্যে প্রভেদ করা জরুরী।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেবলবী (রহঃ) বলিয়াছেন, কারবালার শহিদগণের, হজরতের ওফাত শরীফ ও মে'রাজের ঘটনাবলী অতিরিক্ত বেশীভাবে যাহার কোন ছহিহ প্রমাণ নাই, বর্ণনা করা হইয়া থাকে, এইরূপ প্রবীন প্রবীন ছাহাবাগণের সত্য ঘটনাকে বাতিল বাতিল রেওয়াএতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এইরূপ অমূলক কাহিনী গুলির সম্বন্ধে ছহিহ মোছলেমে নিম্নোক্ত হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে,—

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষ যুগে একদল লোক আবির্ভূত হইবে, "যাহারা তোমাদের নিকট এরূপ হাদিছ সমূহ প্রকাশ করিবে, যাহা তোমরা কখনই শ্রবণ কর নাই এবং তোমাদের পিতৃগণ শ্রবণ করেন নাই, তোমরা তাহাদের সঙ্গলাভ করিও না।

৪। তিনি লোককে ওজু, নামাজ, পোষাক ও কথোপকথন ইত্যাদি সম্বন্ধে শরিয়ত সঙ্গত কার্য্যগুলি করিতে আদেশ ও শরিয়ত বিরোধী কার্য্যগুলি করিতে নিষেধ করেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—তোমাদের মধ্যে এরূপ একদল লোক হওয়াজরুরী, যাহারা লোকদিগকে সৎকার্য্যের দিকে আহ্বান করেন, শরিয়ত সঙ্গত কার্য্যের আদেশ করেন এবং শরিয়ত নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, আর ইহারাই মুক্তির (নাজাতের) ও সৌভাগ্যের অধিকারী।"

উক্ত আদেশ ও নিষেধ করা কালে কোমলতা প্রকাশ করা ও নরম কথা বলা কর্ত্তব্য। কর্কশ ভাষা ও কঠোরভাব প্রকাশ করা আমীর ও বাদশাহগণের কার্য্য।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,— (ছুরা নাহাল)।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ☆

"এবং তুমি তাহাদের সহিত এরূপভাবে তর্ক কর, যাহা অতি উৎকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ নরমভাবে মিষ্ট কথায় তাহাদের সহিত তর্ক কর।"

৫। তিনি সাধ্যনুযায়ী ফকির ও শিক্ষার্থীগণের (তালেবোল এল্‌মদিগের) তত্ত্বাবধান করেন, আর যদি তিনি তাহাদের সাহায্য করিতে অক্ষম হন তবে নিজের অর্থশালী বন্ধুদিগকে তাহাদের সহায়তা করিতে উৎসাহ প্রদান করেন।

যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত পঞ্চগুণে বিভূষিত হয়েন, তবে তিনি যে নবী ও রছুলগণের উত্তরাধিকারী (ওয়ারেছ) হইবেন, ইহাতে তুমি তিলবিন্দু সন্দেহ করিও না। তিনি আরশে গৌরবান্বিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন এবং তাঁহারই সম্বন্ধে হাদিছে কথিত হইয়াছে যে, জগতের সমস্ত জীব এমনকি মৎস্য পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য দোওয়া করিয়া থাকে।

এ পাঠক! তুমি এরূপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিও না, কেননা তিনি স্পর্শমনি তুল্য।

যে ব্যক্তি হেদায়েত ও ওয়াজের আসন গ্রহণ করেন, যদি তিনি উপরোক্ত পঞ্চ বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয়ের ত্রুটি করেন, তবে যতক্ষণ না তিনি-উহার সংশোধন করিয়া না লন, ততক্ষণ তাঁহার মধ্যে ত্রুটি থাকিয়াই যাইবে।

যে ব্যক্তি জাহেরী ও বাতেনী উভয় এল্‌মের আলেম হয়েন, তিনিই প্রকৃত 'আলেম নামের উপযুক্ত হইবেন, আর জাহেরী এল্‌মের আলেমের পক্ষে বাতেনী এল্‌ম শিক্ষা করা উচিত, তাহা হইলে তিনি উভয় জ্যোতির আধার ও উভয় সমূদ্রের সঙ্গম স্থল হইয়া প্রাচীন ওলিগণের স্মৃতিচিহ্ন ও নবী রছুলগণের ওয়ারেছ হইতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ—ওয়াজ করা ইছলামের জরুরী বিষয় কিনা ?

উত্তর ঃ—কওলোল জমিল, ১৩৪ পৃষ্ঠা,—

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,— (ছুরা গাশিয়াহ)।

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ☆

(হে মোহম্মদ) 'তুমি উপদেশ প্রদান কর, কেননা তুমি কেবল উপদেশক।"

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,— (ছুরা ইবরাহীম)।

وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ☆

"এবং তুমি (হে মুছা) উক্ত লোকদিগকে প্রাচীন ঘটনাবলীর দ্বারা উপদেশ প্রদান কর।"

টীকাকার তৃতীয় একটি আয়ত উল্লেখ করিয়াছেন,— (ছুরা জারিয়াত)।

وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ☆

"আর তুমি উপদেশ প্রদান কর, কেননা উপদেশ ইমানদার দিগের পক্ষে ফলদায়ক হইবে।"

প্রশ্ন ঃ— ওয়াজকারীর কিরূপ গুণধারী হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ— কওলোল জমিল ১৪০/১৪১ পৃষ্ঠা,—

ওয়াজকারী ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বালেগ, মুছলমান, পরহেজগার, হাদিছ ও তফছির তত্ত্ববিদ এবং প্রাচীন ছাহাবা তাবেয়ী ও তাবা তাবেয়ী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিমাণ ইতিহাস ও চরিত্রাবলীর অভিজ্ঞ হওয়া জরুরী।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব বলিয়াছেন, বালক উন্মাদ, কাফের, ফাছেক, শিয়া ও খারেজী ইত্যাদি বেদয়াতী ব্যক্তি ওয়াজ করার উপযুক্ত নহে।

ওয়াজকারী ব্যক্তির শুদ্ধ স্পষ্টভাষী দয়াশীল, সম্মানিত ও চরিত্রবান হওয়া মোস্তাহাব।

হজরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এরূপ কথা বলিবে যাহা

মনুষ্যের বোদগম্য হয়। ওয়াজকারীর পক্ষে তকদিরের জটিল বিষয়, তওহিদের সুক্ষ্মতত্ত্ব ও ফেকহের জটিল মছলা সাধারণ লোকের সম্মুখে উল্লেখ করা উচিত নহে। ইহাতে তাহাদের মতভ্রান্ত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ওয়াজকারী সম্মানশীল ব্যক্তি হওয়া এইজন্য মোস্তাহাব বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি জনসমাজে লাঞ্চিত ও হেয়, তাহার কথা সত্য হইলেও ফলপ্রদ হয় না। তাঁহার চরিত্রবান হওয়া এইজন্য মোস্তাহাব বলা হইয়াছে যে, যাহার কথা তাহার কার্য্যের বিপরীত হয়, তাহার ওয়াজ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

কওলোল জমিল ১৭/১৮ পৃষ্ঠা,—

"সমস্ত বিদ্বান একবাক্যে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোর-আন শরীফের তফছির ও ব্যাখ্যা না জানে, সে যেন লোকদিগকে ওয়াজ নছিহত না করে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বহুদিবস পরহেজগার আলেমগণের সঙ্গে থাকিয়া আদব শিক্ষা করিয়া থাকেন, হালাল ও হারামের অনুসন্ধানে রত থাকেন, কোর-আন ও হাদিছ শ্রবণ করিয়া আতঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং নিজের কার্য্য, কথা ও অবস্থাগুলি কোর-আন ও হাদিছের অনুযায়ী করিয়া লইয়া থাকেন, এইরূপ লোক হাদিছ ও তফছির তত্ত্ববিদ না হইলেও তাহার পক্ষে ওয়াজ করা জায়েজ হইবে আশা করা যায়।"

প্রশ্ন ঃ—ওয়াজ করার ধারা কি ?

উত্তর ঃ—কওলোল জমিল, ১৪১/১৪৪ পৃষ্ঠা,—

ওয়াজকারী মছজিদ ইত্যাদি পাক স্থানে বসিবেন, প্রথমে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা (হামদ) ও হজরত রাছুল (ছাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করিয়া ওয়াজ আরম্ভ এবং শেষ করিবেন। ইমানদারগণের জন্য বিশেষত উপস্থিত শ্রোতাগণের জন্য দোয়া করিবেন। কেবল ছওয়াব ও আখেরাতের সুখ সম্পদের ওয়াজ না করেন, ইহাতে লোক নির্ভীক হইয়া যাইবে আর কেবল দোজখের শাস্তির কথা উল্লেখ না করেন, ইহাতে লোক

নিরাশ হইয়া যাইবে বরং ছওয়াব ও আজাব উভয়ের কথা মিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন। যেরূপ আল্লাহতায়ালা বেহেশতের সুখ শান্তির সুসংবাদ দিয়া তাহার পরেই দোজখের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

আরও উপদেষ্টা সহজভাব প্রচার করিবেন, কঠোরভাব অবলম্বন না করেন। সাধারণ ভাবে ওয়াজ করিবেন, কোন শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বা বিশিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরিয়া দোষারোপ না করেন, ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও উপর আক্রমণ না করেন।

তিনি যেন বাতীল, ফজুল ও হাস্যজনক কথা না বলেন, ইহাতে অন্তর হইতে আজাবের ভয় দূরীভূত হইয়া থাকে। তিনি সৎকথা ও কার্য্যের গুণের আলোচনা, অসৎ কথা ও কার্য্যের দোষের বর্ণনা করিবেন। সৎকার্য্য করিতে আদেশ ও অসৎ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, স্বাধীন চেতা হয়েন এবং লোকের অনুরোধ ও উপরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ওয়াজ না করেন। তিনি যেন প্রত্যহ ওয়াজ-না করেন, লোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওয়াজ না করেন লোকের আগ্রহ বুঝিয়া ওয়াজ আরম্ভ করিবেন এবং আগ্রহ থাকিতে শেষ করিবেন।

প্রশ্ন ঃ— কোন্ কোন্ বিষয়ে ওয়াজ করিবেন ?

উত্তর ঃ— কওলোল জমিল, ১৪৪/১৪৭ পৃষ্ঠা,—

"কোর আন শরিফের আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম, মোহাদ্দেছগণের সমর্থিত প্রসিদ্ধ হাদিছগুলি, হজরত নবি (আঃ) এর চরিত্রাবলী ছাহাবা তাবেয়ী প্রভৃতি সৎলোকদের কথা উল্লেখ করিয়া ওয়াজ করা কর্ত্তব্য। যে বাতিল গল্পগুলির কোন সত্য প্রমাণ নাই, তৎসমস্ত বর্ণনা না করা আবশ্যক, কেননা ছাহাবাগণ এইরূপ গল্প করার প্রতি কঠিন এনকার করিতেন এবং এইরূপ গল্প বর্ণনাকারিদিগকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিতেন, এবং প্রহার করিতেন, এইরূপ অমূলক কাহিনী গুলী প্রায় য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের গ্রন্থাবলীতে ইতিহাস ও কোরআন শরীফের শানে-নজুল সম্বন্ধে উল্লিখিত

হইয়াছে। ওয়াজকালে একবার ছওয়াবের কথা দ্বিতীয়বার আজাবের কথা উল্লেখ করিবেন। স্পষ্ট উদাহরণ দিয়া ছহিহ ছহিহ প্রাচীন লোকদিগের ঘটনা উল্লেখ করিয়া এবং লাভজনক সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া লোকের হৃদয় বিগলিত করার চেষ্টা করিবেন, হালাল হারামের মসলা, ওলিদিগের রীতিনীতি, ইছলামী, আ'কায়েদ যাহা উত্তমরূপে অবগত থাকেন, তাহাই বর্ণনা করিবেন।

কোন জরুরী বিষয়কে একাধিকবার উল্লেখ করিবেন যদি তথায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী উপস্থিত থাকেন, তবে সক্ষম হইলে, প্রত্যেক ভাষায় ওয়াজ করিবেন।

প্রশ্ন ঃ— শ্রোতাদিগের আদব কি কি ?

উত্তর ঃ—উক্ত কেতাব, ১৪৬ পৃষ্ঠা,—

শ্রোতারা উপদেষ্টার দিকে মুখ করিয়া বসিবে, ওয়াজ কালে ক্রীড়া কৌতুক করিবে না, গোলমাল করিবে না, পরস্পর কথোপকথন করিবে না প্রত্যেক মছলা সম্বন্ধে ওয়াজকারীর নিকট প্রশ্ন করিবে না, যদি ওয়াজ শ্রবণ করা কালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে মজলিসে জিজ্ঞাসা না করিয়া ওয়াজ শেষ হইলে নির্জ্জনে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

প্রশ্ন ঃ—বর্ত্তমান জামানার ওয়াজকারীদিগের মধ্যে কি কি দোষ পরিলক্ষিত হয় ?

উত্তর ঃ—উক্ত কেতাব, ১৪৭/১৪৮ পৃষ্ঠা,—

"বর্ত্তমানকালের ওয়াজকারী আলেমেরা ছহিহ ও জালহাদিছ বা ঘটনাবলীর মধ্যে প্রভেদ করেন না, বরং তাহাদের অধিকাংশ কথা জাল, অমূলক ও বাতীল, মোহাদ্দেছগণ যে নামাজ ও দোয়া গুলি বাতীল বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা তৎসমস্ত উল্লেক করিয়া থাকেন। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিথ্যা কথা—হজরতের কথা বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

ইমানদার ব্যক্তির প্রতি ইহা ওয়াজেব যে, তিনি যেন ছনদ এবং

মোহাদ্দেছগণের প্রসিদ্ধ কেতাবগুলি ব্যতীত যে-সে কেতাবের হাদিছ উল্লেখ না করেন, কেননা মিথ্যা কথা রচনা করাতে ও বিনা অনুসন্ধানে মিথ্যা কথা হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করাতে একই প্রকার আজাব হইবে।

দ্বিতীয়, তাঁহারা কোন বিষয়ের ছওয়াব ও আজাব অতিরঞ্জিত ভাবে উল্লেখ করিয়া থাকেন, যেরূপ তাঁহারা বলেন, অমুক দিবস অমুক সময়ে অমুক অমুক ছুরা সহ দুই রাকয়াত নামাজ পড়িলে সমস্ত জীবনের কাজা নামাজের আজাব মা'ফ হইয়া যাইবে, কিম্বা যে ব্যক্তি ভাঙ্গ ভক্ষণ করে, সে যেন কা'বা শরীফে নিজের মাতার সহিত ব্যভিচার করিল। আল্লাহতায়ালা এইরূপ মিথ্যা কথার রচনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তৃতীয়, ওয়াজকারী আলেমেরা কারবালা, হজরতের ওফাৎ ইত্যাদি ঘটনাবলীতে বাতীল বাতীল গল্প উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাজিয়া উপলক্ষে নূতন নূতন মরছিয়া রচনা করা হয়, ইহার অধিকাংশ জাল ও অমূলক।

লেখক বলেন, হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি আমার নাম লইয়া একটি হাদিছ বর্ণনা করে, অথচ সে ব্যক্তি জানে যে, উহা মিথ্যা যথা, সে ব্যক্তি ও মিথ্যাবাদীদিগের মধ্যে একজন।" মেশকাত—৩২।

আরও হজরত বলিয়াছেন,—

" যে ব্যক্তি যে কোন কথা শ্রবণ করে, তাহাই উল্লেখ করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত।" মেশকাত, ২৮।

উপরোক্ত হাদিছদ্বয়ে বুঝা গেল যে, বিশ্বাসযোগ্য বিদ্বানগণ যে হাদিছ বা কথাটি বাতীল (জাল) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া যে ব্যক্তি উহা হাদিছ বা সত্য কথা বলিয়া প্রচার করে, অথবা যে ব্যক্তি যে সে কেতাবের বিনা প্রমাণ ও বিনা দলীলের হাদিছ বা কথা প্রচার করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বা জাহান্নামের উপযুক্ত।

মোল্লা আলি কারি 'মওজুয়াতে-কবির' কেতাবে এমাম ছাখাবি মাকাছেদে হাছানা কেতাবে এইরূপ অন্যান্য বিদ্বানগণ 'লায়ালি-মছনুয়া' 'জয়লোল্লায়ালি' 'তমইজত্তইয়েব' ইত্যাদি অনেক কেতাবে অনেক প্রসিদ্ধ হাদিছকে জাল কথা বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। যদি আল্লাহতায়ালার মর্জ্জি হয়, তবে এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা করার আশা রহিল।

এস্থলে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি কথা ওয়াজকারী বা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত।

১। মিলাদ শরিফের কেতাবগুলির মধ্যে মাদারেজন্নবুয়ত, মাওয়াহেবে-লাদুন্নি, তওয়ারিখে-হবিবে এলা বা আরও কয়েকখানা কেতাব ছহিহ ছহিহ রেওয়াতে লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত অধিকাংশ মিলাদ শরিফের কেতাবে অনেক বাতীল ও জাল কথা লিখিত আছে। আল্লাহ যদি করেন, তবে মিলাদ তত্ত্বে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

২। নোজহাতোল-মাজালেছ আনিছোল-ওয়াএজিন, দোর্রাতোলাছেহিন ইত্যাদি, উর্দ্দু ওয়াজের কেতাব সমূহে অনেক জাল হাদিছ কাহিনী লিখিত হইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য হাদিছ ও তফছিরের কেতাব হইতে কোন কথা উল্লেখ থাকিলে, কেবল তাহাই বর্ণনা করা জায়েজ হইবে।

৩। এহইয়াওল উলুম, মছনবিয়ে-মাওলানা রুমি ইত্যাদি তাছাওয়াফের কেতাবে অনেক হাদিছ আছে, হাদিছ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ তৎসমস্তকে জাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তরিকত সম্বন্ধে তাছওয়াপন্থী পীরগণের কথা ধর্ত্তব্য হইলেও হাদিছের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মোহাদ্দেছগণের কথা ধর্ত্তব্য হইবে, এই জন্য কোন তাছওয়াফের কেতাবে কোন হাদিছ উল্লিখিত থাকিলে, দেখিতে হইবে যে, কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিছের কেতাবে ছহিহ ছনদ সহ উক্ত হাদিছটি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা? যদি প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে আমাদের পক্ষে উহা হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা জায়েজ হইবে না।

৪। অছিয়তন্নবি, লোবাবোল আখবার কেতাবে যে হাদিছ গুলি লিখিত আছে, তাহার অধিকাংশ বাতীল বা জাল।

৫। ফাজায়েলোশ শহুর, আওরাদ এহ্ছানি ইত্যাদি কেতাবে সবেবরাত, সবে-কদর, আশুরা, রজব শা'বান ইত্যাদি চাঁদে চাঁদে বা প্রত্যেক দিবসে যে নামাজগুলির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশ জাল বা অমূলক কথা। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় অনেক কেতাবে উহার অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বাঙ্গালা কেতাবগুলি পাঠের দিকে আদৌ মনোনিবেশ করেন নাই, এই জন্য অল্প শিক্ষিতেরা এইরূপ জাল কথাগুলি জনসমাজে প্রচার করিতে সমধিক সুযোগ লাভ করিয়াছে, আমি এইরূপ জাল কথাগুলি জনসমাজে প্রচারিত না হওয়ার সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৬। অনেক দিবস হইতে দোয়া গঞ্জল আরশ, দোয়া কাদাহ, দোয়া হবিবি, দরুদ তাজ ইত্যাদি প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমোক্ত দোয়া দুইটির শানে-নজুল সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, হজরত জিব্রাইল (আঃ) জনাব নবি (আঃ) এর নিকট নাজিল হইয়া উক্ত দোয়াদ্বয়ের এইরূপ ফজিলতের কথা উল্লেখ করেন। দোয়া হবিবির সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) মে'রাজের রাত্রিতে হজরতকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে উহা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, এইরূপ দরুদ তাজ ইত্যাদির কথা আছে। কোন বিশ্বাসযোগ্য হাদিছের কেতাবে এইরূপ কথাগুলির চিহ্নমাত্র নাই, উপরোক্ত কথাগুলি একেবারে জাল। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস এই যে, কোন একজন লোক আল্লাহতায়ালার কতকগুলি নাম বা দোয়া একত্রিত করিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন, উহা লোকে ভক্তি সহকারে পড়িবে বলিয়া মিথ্যা ছনদ প্রস্তুত করিয়া হাদিছ আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। দোওয়া হবিবি পাঠ করিলে, তাহার আরবি সাহিত্যের অল্প অধিকার থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য দোওয়া গঞ্জোল আরশ ও দোওয়া কাদাহ এতদুভয়ের মর্ম্মটি অতি সুন্দর, উভয় দোওয়া পাঠ করিলে, আল্লাহতায়ালা নেকী দিতেও পারেন। জ্বেন পরীর উপদ্রব ও প্রসব বেদনা কালে উক্ত দোওয়া গঞ্জল আরশ পাঠ করিয়া পানিতে ফুক দিয়া পান করাইলে মহা উপকার হইয়া থাকে।

৭। এদেশে বাতীল গল্প সমন্বিত শতাধিক কেতাব লিখিত হইয়াছে। আমির-হামজা, জঙ্গনামা, শহিদে-কারবালা ও বিষাদ সিন্ধু প্রভৃতি কেতাবগুলির অধিকাংশ কথা অমূলক বা জাল। শোনাভান সমর্ত্তভান, সুর্য্য উজ্জ্বল এই শ্রেণীর কেতাবগুলির অদ্যান্ত মিথ্যায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কবিতা-শক্তি সম্পন্ন মুনশী সাহেবগণ অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে এইরূপ অমূলক আজগবি কাহিনী সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, আমি এক ব্যক্তির গোরের অবস্থা এরূপ দেখিয়াছি যে, একজন ফেরেশতা তাহার মুখের দুই পার্শ্ব কর্ত্তন করিতেছেন, এক দিক কর্ত্তন করা শেষ হইলে অপর দিক সুস্থ হইয়া যায়, কেয়ামত অবধি তাহার এইরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে। হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি এরূপ মিথ্যা কথা বলিত, যাহা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য তাহার উপর এইরূপ শাস্তি হইতেছে।—মেশকাত, ৩৯৫/৩৯৬ পৃষ্ঠা,—

পাঠক, উক্ত প্রকার বাতীল গল্প কাহিনী প্রচারক কবিদিগের সম্বন্ধে উপরোক্ত হাদিছ কথিত হইয়াছে।

আলেম সমাজ, সাধারণ লোককে উপরোক্ত প্রকার কাহিনী পাঠ ত্যাগ করাইয়া কোর-আন হাদিছের অনুবাদ পয়গম্বরগণের সত্য জীবনী, আওলিয়া দরবেশগণের সত্য সত্য ঘটনা ও মছলা মাছায়েলের কেতাব পড়িতে উৎসাহিত করিবেন। ইহাই আমার অনুরোধ।

হজরত বলিয়াছেন,—

৮। তোমরা আরবদিগের এলহান ও আওয়াজে কোর-আন পাঠ কর এবং ফাছেকদিগের, য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের (সঙ্গীতের) স্বর হইতে, দূরে থাক, অচিরে আমার পরে একদল লোক আসিবে তাহারা কোর-আন শরিফকে সঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের সুরে পাঠ করিবে, কোর-আন শরিফ তাহাদের

কণ্ঠের নিম্নে যাইবে না। তাহাদের হৃদয় এবং যাহারা তাহাদের এই কার্য্যটি পছন্দ করে, তাহাদের হৃদয় কলুষিত হইয়াছে।—মেশকাত, ১৯১।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোর-আন, মছনবী বা গজল রাগ-রাগিনী সহ পাঠ করা নাজায়েজ। বর্ত্তমান জামানায় কতক ওয়াজকারী এই গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। মূল মন্তব্য এই যে, আলেমগণ যাহাতে ওয়াজ করিতে গিয়া গোনাহগার না হয়েন, এই জন্য এই কেতাবখানি লিখিত হইতেছে।

প্রথম ওয়াজ

এল্‌মের বিবরণ

(১) কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা বাকারাহ)।

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

"যে ব্যক্তিকে হেকমত (কোর-আন ও হাদিছের এল্‌ম) প্রদত্ত হয়, নিশ্চয় সে ব্যক্তি মহা কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

(২) ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে,—

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَ اللّٰهُ يُعْطِىْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যাহার কল্যাণ (ভালাই) করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাকে দ্বীন সম্বন্ধে ফকিহ আলেম করেন, আমিই (উক্ত এল্‌ম) বণ্টনকারী এবং আল্লাহতায়ালা (উক্ত এল্‌ম বুঝিবার শক্তি) প্রদান করেন।"

(৩) কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা আল মুজাদিলাত)।

وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ☆

"যাঁহাদিগকে এল্‌ম প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মর্য্যাদাধারী।"

(৪) কোর-আন ছুরা বাকারাতে আছে,—

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ☆

"এবং আল্লাহতায়ালা আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা প্রদান করিলেন, তৎপরে উক্ত বস্তুগুলি ফেরেশতাগণের সমক্ষে পেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই বস্তুগুলির নাম সমূহ অবগত করাও। উক্ত ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা তোমার তছবিহ পাঠ করিতেছি, তুমি যাহা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তদ্ব্যতীত (কোন বিষয়ের) জ্ঞান আমাদের নাই, সত্যই তুমিই মহা অভিজ্ঞ ও মহা হেকমত বিশিষ্ট।"

আল্লাহতায়ালা যে সময় ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি জমিনে একজন খলিফা সৃষ্টি করিব, তখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, তুমি উক্ত জমিনে এইরূপ লোককে সৃষ্টী করিবে যে, উহারা অশান্তি ঘটাইবে এবং রক্তপাত করিবে? (আর যদি তোমার এবাদত করার দরকার হয়, তবে) আমরাই তোমার প্রশংসা সহ তছবিহ পাঠ করিব এবং তোমার পাকি (পবিত্রতা) বর্ণনা করিব। আল্লাহতায়ালা তখন বলিয়াছিলেন, তোমরা যাহা না জান আমি তাহা জানি। তৎপরে তিনি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়া সমস্ত বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়া ফেরেশতাগণের নিকট উক্ত বস্তুগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে অক্ষম হইলেন। তখন তিনি হজরত আদম (আঃ) কে বলিলেন, তুমি ফেরেশতাগণকে উক্ত বস্তুগুলির নাম শিক্ষা দাও। হজরত আদম (আঃ) তাঁহাদিগকে তৎসমস্ত শিক্ষা দিলে, আল্লাহতায়ালা বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আছমান ও জমিন সমূহের গুপ্ত বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলে এবং গোপনে রাখিয়াছিলে, আমি তাহা জানি।

তৎপরে খোদাতায়ালা ফেরেশতাগণকে তাঁহার ছেজদা করার আদেশ করিয়াছিলেন।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের- ২/২৭৭/২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

" আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আঃ) কে সমস্ত জিনিসের নাম সংক্রান্ত এলম শিক্ষা দিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি ফেরেশতা গণের সম্মান সূচক ছালাম (ছেজদা) লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালা হজরত খাজেরকে লক্ষণজ্ঞাপন এলম ফেরাছত প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য হজরত 'মুছা ও ইউশায়া' (আঃ) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হজরত ইউছফ (আঃ) কে স্বপ্ন বৃত্তান্তের এলম প্রদান করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি নিজের পরিজন ও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুত করার এলম শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও গৌরব লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। হজরত ছোলায়মান (আঃ) পরীর ভাষা বুঝিবার এলম শিক্ষা করিয়া এত বড় প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নাম ও ছেফাতের এলম তওহিদ ও শরিয়তের এলম শিক্ষা লাভ করে, আখেরাতে এই ব্যক্তির কত বড় দরজা লাভ হইবে, তাহাই চিন্তা করা উচিত।

(৫) দারমি, হাছান বাছরির রেওয়াএতে 'মোরছাল' ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

" যে ব্যক্তি দ্বীন ইছলাম জীবিত (তাজা) করার উদ্দেশ্যে এল্‌ম চেষ্টা করে এবং এমতাবস্থায় মরিয়া যায়, বেহেশতে তাহার ও নবিগণের

মধ্যে একটি দরজা (পদের) প্রভেদ থাকিবে, অর্থ্যাৎ সে ব্যক্তি এক নবুয়তের দরজা ব্যতীত পয়গম্বরগণের সমস্ত দরজা প্রাপ্ত হইবে।

(৬) দারমি হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا

হজরত বলিয়াছেন,—

"রাত্রির এক ঘণ্টা এল্‌মে শিক্ষা করা সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া এবাদত করা অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ।

(৭) আবুদাউদ, তেরমেজি ও এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَ اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًى لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ وَ الْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَ اِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَآءِ وَ اِنَّ الْاَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّ لَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন পথে গমণ করিল আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতের পথ সমূহের কোন পথে পরিচালিত করিলেন ? সত্যই ফেরেশতাগণ এল্‌ম শিক্ষার্থীর সন্তোষ উদ্দেশ্যে নিজেদের ডানাগুলি বিছাইয়া দিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই আছমান সমুহের অধিবাসীগণ জমির অধিবাসীগণ ও নদী গর্ভের মৎস্য জাতি, আলেমের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেরূপ সমস্ত তারকা অপেক্ষা পূর্ণিমার চন্দ্র সমধিক মর্য্যাদাধারী, নিশ্চয় সেইরূপ আবেদ (তাপস) অপেক্ষা আলেম সমধিক মর্যাদাধারী। নিশ্চয় আলেমগণ নবিগণের উত্তরাধিকারী। সত্যই নবিগণ টাকাকড়ি (দীনার দেরেম) পরিত্যাগ করিয়া যান নাই কেবল তাঁহারা এলম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহা শিক্ষা দিয়াছেন, সে ব্যক্তি বৃহৎ অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

(৮) কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা জুমার)।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ☆

তুমি বল, যাহারা এলম লাভ করিয়াছেন, আর যাহারা এলম হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এই উভয় দল কি সমান হইতে পারেন?"

(৯) তেরমেজি, আবুওমানা বাহেলীর রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلٰى اَدْنَاكُمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের সাধারণ লোকের তুলনায় আমার দরজা (মর্য্যাদা) যেরূপ (অধিক) দরবেশের (তাপসের) তুলনায় আলেমের দরজা সেইরূপ (সমধিক)।"

(১০) কোর-আন শরিফে ছুরা ফাতেরে উক্ত হইয়াছে,—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ☆

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,—"আল্লাহতায়ালাকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণই বেশী ভয় করিয়া থাকেন।"

ইহা আলেমে রব্বানির চিহ্ন, ইহাতেই প্রকৃত আলেম ও কৃত্রিম আলেমের মধ্যে প্রভেদ করা সম্ভব হয়।

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা বাইয়েনাহ)।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ☆

" যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের ভয় করে, তাহার জন্য উক্ত বেহেশত (বাসস্থান) হইবে।"

আর কোর-আন শরিফে ছুরা রহমানে আছে,—

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ☆

"আরও যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের ভয় করে, তাহার জন্য (বেহেশতের) দুইটি উদ্যান হইবে।"

উল্লিখিত আয়ত তিনটিতে বুঝা যায় যে, খোদার ভয়ে ভীত আলেমে-রব্বানি শ্রেণী বেহেশতবাসী হইবেন।

(১১) কোর-আন ছুরা তওবাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ☆

"অনন্তর তাহাদের বৃহদ্দলের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল এই উদ্দেশ্যে কোন বিদেশ গমন করেন না যে, তাহারা দ্বীন সম্বন্ধে এলম ও ফেকহ

শিক্ষা করেন এবং তাহাদের স্বজাতিদিগকে যে সময় তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ভীতি প্রদর্শন করিবেন, বিশেষ সম্ভব যে, তাহারা ভীতি হইবে।"

কতকগুলি ছাহাবা কোন এক যুদ্ধে বিনা কারণে যোগদান করেন নাই, এই জন্য তাঁহারা শাস্তি গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে যুদ্ধে সমস্ত লোক যোগদান করিতে উদ্যত হইলে, উপরোক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল। আয়তের সারমর্ম্ম এই যে, যুদ্ধ দুই প্রকার, প্রথম অস্ত্রযুদ্ধ যাহা আত্মরক্ষার্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, দ্বিতীয় মশিযুদ্ধ—যাহা সত্য ধর্ম্ম ইছলাম প্রচারের প্রধান অবলম্বন। অধিকাংশ লোক অস্ত্রযুদ্ধে যোগদান করিলেও ক্ষুদ্র একদল লোকের মশিযুদ্ধ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনপূর্ব্বক দ্বীনি-এল্‌ম শিক্ষা করা আবশ্যক। এই আয়তে বুঝা যায় যে, আরবী উচ্চ শিক্ষা লাভ করা মুসলমান দিগের জন্য ফরজে কেফায়া।

(১২) তেরমেজি ও এবনো মাজা, হজরত এবনে-আবাছ (রাঃ)-র রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

হজরত বলিয়াছেন,—

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

"শয়তানের পক্ষে সহস্র দরবেশ (তাপস) অপেক্ষা একজন ফেকহ-তত্ত্ববিদ সমধিক কঠিন।"

বিদ্যাহীন দরবেশ, সাধারণ লোককে শয়তানের চক্র হইতে রক্ষা করা দূরের কথা, নিজেই তাহার চক্রে পতিত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে ফকিহ আলেম নিজে এলমের বলে শয়তানের চক্র হইতে দূরে থাকেন এবং লোকদিগকে উহার চক্র হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ করেন, কাজেই শয়তানের পক্ষে সহস্র বিদ্যাহীন দরবেশ অপেক্ষা একজন সত্যপথ প্রদর্শক (হাদী) আলেম সমধিক কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

(১৩) তেরমেজি, আবু হোরায়রার রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَ لَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"সৎস্বভাবে এবং দ্বীন সংক্রান্তজ্ঞান (ফেকহ) এই দুইটি গুণ মোনাফেক (কপট) ব্যক্তির মধ্যে স্থান পাইবে না।"

(১৪) রজিন, হজরত আলি (রাঃ) র রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন।

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِى الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَ اِنِ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"দ্বীনের ফকিহ (আলেম) ব্যক্তি অতি উত্তম, যদি লোকে (কোন আবশ্যক তত্ত্বজ্ঞান) তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি উহার সদুত্তর দিয়া তাহাদিগকে উপকৃত করেন, আর যদি লোকে তাঁহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করেন, তবে তিনি নিজেকে তাহাদের মুখাপেক্ষী করেন না।"

(১৫) তেরমেজি ও দারমি, হজরত আনাছের (রাঃ) রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি এলম (ধৰ্ম্মবিদ্যা) শিক্ষার উদ্দেশ্যে (বাটী হইতে)

বহির্গত হইল, সে ব্যক্তি যত দিবস ফিরিয়া না আসে, তত দিবস আল্লাহতায়ালার পথে (জেহাদের) ফল প্রাপ্ত হইবে।"

(১৬) তেরমেজি ও দারমিজইফ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি এলম চেষ্টায় রত হইল, উহা তাহার পূর্ব্বকার (ক্ষুদ্র) গোনাহগুলির কাফ্‌ফারা (মার্জ্জনার উপলক্ষ) হইয়া যাইবে।"

(১৭) বয়হকি, হজরত আনাছ (রাঃ)র রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ
قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ
مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا
وَّحْدَهٗ اَوْقَالَ اُمَّةً وَّاحِدَةً ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"তোমরা কি অবগত আছ যে, শ্রেষ্ঠতম দাতা কে? ছাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ ও রসুল সমধিক অভিজ্ঞ (জাননেওয়ালা) হজরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালা শ্রেষ্ঠতম দানশীল। তৎপরে আদম সন্তানগণের মধ্যেই আমিই শ্রেষ্ঠতম দানশীল আমার পরে যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিয়া (লোককে শিক্ষা দিয়া শিক্ষার উৎসাহ দিয়া বা কেতাব রচনা করিয়া) উহার বহুল প্রচার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দাতা, সেই ব্যক্তি কেওয়ামতের দিবস এক বৃহৎ জামাতের একমাত্র আমির (নেতা) হইয়া উপস্থিত হইবে।

(১৮) তেরমেজি আবু ছইদ খুদরির রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَّسْمَعُه' حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ ☆

'ইমানদার ব্যক্তি যতক্ষণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া বেহেশতবাসী না হয়, ততক্ষণ এল্‌মের কথা শ্রবণ করার আকাঙ্খা নিবৃত্তি করিতে পারে না।

অর্থাৎ—মুসলমান ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত অবধি শরিয়তের এল্‌ম শিক্ষা করিতে রত থাকিবে, ইহাতে তাহার আগ্রহ নিস্তেজ হইতে পারে না।

(১৯) দারমি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ اَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِّلرَّحْمٰنِ وَاَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ☆

হজরত এবনে-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"দুই শ্রেণীর আগ্রহশীলের আগ্রহ নিবৃত্তি হইতে পারে না (প্রথম) আলেম শ্রেণীর (দ্বিতীয়) দুনইয়া অন্বেষী শ্রেণী, কিন্তু এই দুই শ্রেণী সমান নহেন, আলেম শ্রেণী রহমানের (আল্লাহ তায়ালার) সন্তোষলাভে ক্রমোন্নতি করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে দুনইয়া আকাঙ্খা শ্রেণী সতত। (খোদাতায়ালার) অবাধ্যতায় অগ্রসর হইতে থাকে।"

তফছিরে-কবির ১/২৭৬/২৭৭ পৃষ্ঠা,—

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, এলম ও অর্থের মধ্যে ৭টি বিষয়ে

প্রভেদ আছে,—১। এলম পয়গম্বরগণের পরিত্যক্ত বিষয় আর অর্থ ফেরউনদিগের সম্পত্তি। ২। এলম ব্যয় করিলে কম হয় না, কিন্তু অর্থ ব্যয় করিলে কমিয়া যায়। ৩। অর্থের রক্ষকের আবশ্যক হয়, কিন্তু এলমের রক্ষকের আবশ্যক হয় না, বরং এলম আলেমের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ৪। মনুষ্য মরিয়া গেলে, অর্থ সম্পত্তি তাহার সঙ্গে যায় না, পক্ষান্তরে এলম মনুষ্যের সঙ্গে গোরে চলিয়া যায়। ৫। ঈমানদার ও কাফের উভয় অর্থশালী হইতে পারে, কিন্তু এলম ঈমানদারের ভাগ্য-নিহিত। ৬। সমস্ত লোক দ্বীনি বিষয়ে আলেমের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, কিন্তু আলেমগণ (তৎসম্বন্ধে) অর্থশালীদের মুখাপেক্ষী হন না। ৭। এলম লোককে পোল-ছেরাত অতিক্রম করিতে সক্ষম করিবে কিন্তু অর্থ এ সম্বন্ধে বাধা প্রদান করিবে।

(২০) তেরমেজি ও আবু-দাউদ হজরত এবনে মছউদের রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি আমার হাদিছ শ্রবণ করিয়া স্মরণ করিয়া লইয়াছে, স্মরণ রাখিয়া (অন্যের নিকট) পৌঁছাইয়া দিয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে সুখ শান্তি প্রদান করুন। অনেক হাদিছের হাফেজ, মর্ম্ম তত্ত্ববিদ (ফকিহ) নহেন, অনেক হাফেজ-হাদিছের শিষ্য তাহা অপেক্ষা সমধিক মর্ম্ম তত্ত্ববিদ।"

(২১) (বয়হকি) জইফ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন,

مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَ كُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَّشَهِيْدًا ☆

" যে ব্যক্তি দ্বীন সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদিছ স্মরণ রাখিয়া আমার উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, আল্লাহতায়ালা তাহাকে ফকিহ (আলেম) শ্রেণীভূক্ত করিয়া সমুত্থিত (জীবিত) করিবেন এবং আমি কেয়ামতের দিবস তাহার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষ্য দাতা হইব।"

(২২) এমাম মোছলেম হজরত আবুহোরায়রার রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন।

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—"যখন মনুষ্য মরিয়া যায়, তখন তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু নিম্নোক্ত তিনটি কার্য্যের নেকী (বন্ধ হয় না), (প্রথম) যে ছদকা তাহার পরে জারি (অনুষ্ঠিত) হইতে থাকে, (দ্বিতীয়) যে এলমের দ্বারা (দ্বীনের) উপকার সাধিত হয়, (তৃতীয়) যে সৎ সন্তান তাহার জন্য নেক দোওয়া করে।"

(২৩) এবনো-মাজা ও বয়হকি হজরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِنَّ مِـمَّـا يَـلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَ حَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَـلِـمَـهٗ وَنَشَـرَهٗ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَّرَّثَهٗ اَوْ

مَسْـجِـدًا بَـنَـاهُ اَوْبَيْتًـا لِا بْـنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْنَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَـدَقَةً اَخْـرَجَهَا مِنْ مَّالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَ حَيَاتِهٖ تَلْحَقُه' مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—"নিশ্চয় ঈমানদার ব্যক্তি তাহার আমল ও নেকীগুলির মধ্য হইতে (নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ছওয়াব) মৃত্যুর পরে পাইতে থাকিবে, —১। যে এল্‌ম শিক্ষা করিয়া (শিক্ষা প্রদান করিয়া বা কেতাব রচনা করিয়া) উহার বহুল প্রচার করিয়াছে, ২। যে সৎ-সন্তান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ৩। যে কোর-আন উত্তরাধিকারিদিগের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ৪। যে মছজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, ৫। যে পান্থশালা নির্ম্মান করিয়াছিল, ৬। যে জলাশয় খনন করিয়াছিল, ৭। নিজের জীবদ্দশায় ও সুস্থ শরীরে নিজের অর্থ হইতে যে ছদকা অকফ করিয়া গিয়াছে, যাহা তাহার পরে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

(২৪) এমাম বোখারি উল্লেখ করিয়াছেন,—

حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُ هُمَا فَبَثَثْتُه' فِيْكُمْ وَ اَمَّاالْاٰ خَرُ فَلَوْ بَثَثْتُه' قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ ☆

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"আমি (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হইতে দুইটি পাত্র (দুই প্রকার এল্‌ম) স্মরণ করিয়া লইয়াছি, তন্মধ্যে এক প্রকার তোমাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছি, কিন্তু যদি আমি উহা দ্বিতীয় প্রকার প্রচার করি, তবে

(আমার) এই কণ্ঠনালী কর্ত্তন করা যাইবে। ছাহাবা প্রবর দুই প্রকার এল্‌মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম আহ্‌কাম ও চরিত্র-গঠন সংক্রান্ত এল্‌ম, দ্বিতীয় তরিকত, মা'রেফত ও হকিকতের এল্‌ম। এই এলম উপযুক্ত পাত্রকে শিক্ষা দিতে হয়।"

কোর-আন ছুরা কাহাফে আছে,—

وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

"এবং আমি উক্ত খাজেরকে আমার নিকট হইতে এল্‌ম প্রদান করিয়াছিলাম।"

আল্লাহতায়ালা হজরত খাজের (আঃ) কে এল্‌মে-লাদুন্নী (বাতেনী এলম) দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য জাহেরী এলম প্রাপ্ত হজরত মুছা ও ইউশা (আঃ) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন।

তফছির কবির ১/২৭৬/২৭৭ পৃষ্ঠা,—

কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বান বলিয়াছেন, আলেম তিন প্রকার, প্রথম আলেম বিল্লাহ, ইহার অন্তরে আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত প্রবল হইয়া থাকে, এই জন্য তাহার জালালের জ্যোতি মোশাহাদায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, ইনি জাহেরী এল্‌মের মধ্যে জরুরী অংশ ব্যতীত শিক্ষা করিতে সুযোগ পান নাই। দ্বিতীয় আলেম বে-আমরিল্লাহ, ইনি হালাল হারাম ইত্যাদি আহকাম শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আল্লাহতায়ালার মা'রেফাতের এল্‌ম জানেন না। তৃতীয় আলেম বিল্লাহ ও আলেম বে-আমরিল্লাহ, ইনি উভয় এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন, ইনি একদিকে আল্লাহতায়ালার প্রেমে, নিমগ্ন অপর দিকে লোকের উপর দয়া অনুগ্রহ করিতে থাকেন, যখন তিনি লোকদের সহিত মিলিত হন, তখন তাহাদের এক জনের ন্যায় হইয়া যান, যেন তিনি আল্লাহতায়ালার মা'রেফাত কিছু জানেন না, আর যখন তিনি আল্লাহতায়ালার খেদমত ও জেকেরে নিমগ্ন হন, তখন যেন তিনি লোকদিগকে জানেন না, ইহাই রছুল ও ছিদ্দিকগণের পথ।

পীর শকীক বালাখি বলিয়াছেন, তিন প্রকার আলেমের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, প্রথম শ্রেণী আলেম মুখে জেকের করেন, কিন্তু তাহাদের অন্তর জেকর হইতে উদাসীন, লোকের ভয় করিয়া থাকেন, আল্লাহতায়ালার ভয় কম করেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে লোকের লজ্জা করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্জ্জনে আল্লাহতায়ালার লজ্জা করেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম মৌখিক জেক্‌র করেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তর আল্লাহতায়ালার জেক্‌রে উন্মত্ত। তিনি রিয়াকারীর ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তাঁহার অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, তাহার জন্য লজ্জিত হইয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীর আলেম দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি গুণে অলঙ্কৃত থাকা সত্ত্বেও একবার রুহানী (আত্মিক) জগতের ভ্রমণে লিপ্ত ও দ্বিতীয়বার বাহ্য জগতের সেবায় রত-থাকেন, উভয় শ্রেণীর আলেমের শিক্ষকতা করেন এবং উভয় শ্রেণীর আলেম এই তৃতীয় শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হইয়া থকেন, কিন্তু এই শ্রেণী তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হয় না।

আরও হজরত শকীক বালাখি বলিয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর আলেম সূর্য্যের ন্যায় উহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। প্রথম শ্রেণীর আলেম চন্দ্রের ন্যায়, কখন পূর্ণ ও কখন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম প্রদীপের ন্যায় নিজে জ্বলিয়া যায়, কিন্তু অপরকে জ্যোতি প্রদান করে।

(২৫) বয়হকি জইফ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন,—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَةٍ ☆

'প্রত্যেক মুছলমানের প্রতি এলম তলব করা ফরজ।"

ফছুল কেতাবে আছে, নিজের দ্বীন কায়েম রাখিতে, বিশুদ্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য আমল করিতেও মনুষ্যদিগের সহিত (সদ্ভাবে) জীবন যাপন করিতে যাহা কিছু আবশ্যক হয়, এই পরিমাণে এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

দ্বীন ইমানের ও এল্‌ম শিক্ষা করার পরে ওজু, গোছল, নামাজ ও রোজার এল্‌ম ও উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জাকাত ও হজ্জের এল্‌ম শিক্ষা

করা ফরজ। ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ক্রয় বিক্রয়ের এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। বিশুদ্ধভাবে এবাদত করার এল্‌ম, হিংসা, আত্মগরিমা ও রিয়াকারীর এল্‌ম, হালাল ও হারামের এল্‌ম, কাফেরী কথা ও কার্য্যগুলির এল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

আর কোন কোন এল্‌ম ফরজে-কাফেয়া, মোস্তাহাব, মোবাহ মকরুহ ও হারাম, তাহা মৎপ্রণীত "মছলা ভাণ্ডারের" ১ম খণ্ড ৩—৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

(২৬) দারমি বলিয়াছেন,—

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِىْ الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَ عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ ☆

হজরত হাছান বাছারি বলিয়াছেন,—

"এল্‌ম দুই প্রকার—এক প্রকার অন্তর নিহিত এল্‌ম, ইহাই ফল প্রদ হয়, দ্বিতীয় মৌখিক এল্‌ম, ইহা আদম সন্তানদের উপর মহিমান্বিত (বোজর্গবরতর) আল্লাহতায়ালার দলীল স্বরূপ।"

অর্থাৎ আমলকারী আলেমগণের এল্‌মের ফলে ছুন্নত জারী হয় ও বেদয়াতদুরীভূত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বে আমল আলেমগণের এল্‌মের দ্বারা উপরোক্ত প্রকার ফলোদয় না হইলেও আল্লাহতায়ালার হুকুম মনুষ্য জাতীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ায় ফল লাভ হয়।

(২৭) দারমি, ছুফিয়ান ছওরির রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِكَعْبٍ مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ☆

"(হজরত) ওমার (রাঃ) (হজরত) কায়া'ব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আলেম নামের উপযুক্ত কাহারা হইবেন ? (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছিলেন, যাঁহারা এলম অনুযায়ী আমল করেন, তাঁহারাই (উক্ত নামের যোগ্যপাত্র)। (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিলেন, কিসে আলেম দিগের অন্তর হইতে এল্‌ম বাহির করিয়া দিয়া থাকে ? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন লোভ।"

(২৮) আহমদ, তেরমেজি, এবনো-মাজা ও দারমি উল্লেখ করিয়াছেন।

ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ اَوَانِ ذِهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَ نَحْنُ نَقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَ نُقْرِؤُه اَبْنَائَنَا وَ يُقْرِؤُه اَبْنَائُنَا اَبْنَاءَ هُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ زِيَادُ اِنْ كُنْتَ لَاُرَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ اَوَ لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرٰةَ وَ الْاِنْجِيْلَ لَا يَعْمَلُوْنَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيْهِمَا☆

হজরত নবি (ছাঃ) এক (ভয়াবহ) বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহা এল্‌ম বিলুপ্ত হওয়ার সময় ঘটিবে, আমি বলিলাম-ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমরা কোর-আন পাঠ করিয়া থাকি আমরা আমাদের পুত্রগণকে পাঠ করাইয়া থাকি এবং আমাদের বংশধরগণ তাহাদের পুত্রগণকে কেয়ামত অবধি উহা পাঠ করাইতে থাকিবে, এক্ষেত্রে কিরূপে এল্‌ম বিলুপ্ত হইয়া

যাইবে ? তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, হে জিয়াদ! তোমার মাতা তোমার প্রতি ক্রন্দন করুক। আমি অবশ্য তোমাকে মদিনা শরিফের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ধারণা করি, এই য়িহুদী খৃষ্টানেরা কি তওরাত ইঞ্জিল পাঠ করে না ? কিন্তু তাহারা উক্ত কেতাবদ্বয়ের হুকুমগুলির প্রতি আমল করে না।

কোর-আন ছুরা জোমা,—

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ☆

"যাহারা তওরাতের হাফেজ হইয়াছে, তৎপরে উহার প্রতি আমল না করে, তাহারা কেতাবরাশি বহনকারী গর্দ্দভের তুল্য।"

ছহিহ বোখারিতে উল্লিখিত হইয়াছে,—

وَالَّذِىْ رَاَيْتَهٗ يُشْدَخُ رَاْسَهٗ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهٖ مَا رَاَيْتَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ☆

হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিয়াছেন,—

"আর তুমি (হে মোহম্মাদ), যাহাকে দেখিয়াছ যে, উহার মস্তক চুর্ণ করা হইতেছে, সে ঐ ব্যক্তি ছিল—যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোর-আন শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু সে উহা পাঠ না করিয়া নিদ্রিত ছিল এবং দিবাভাগে তদনুযায়ী কার্য্য (আমল) না করিয়াছিল, কেয়ামত অবধি তুমি যেরূপ দেখিয়াছ, তাহাকে সেইরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে।"

আহমদ ও দারমি এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন,—

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهٖ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَّا يُنْفَقُ مِنْهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"যে এল্মের দ্বারা (ইছলামের) উপকার সাধিত না হয়, উহার দৃষ্টান্ত যেরূপ গুপ্ত ধন ভাণ্ডার—যাহা কিছু আল্লাহতায়ালার পথে ব্যায় না করা হয়।"

দারমি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَالِمٌ لَايَنْتَفِعُ بِعِلْمِهٖ ☆

হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"যে আলেমের এলমের দ্বারা উপকার সাধিত না হয়, কেয়ামতের দিবস সেই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে।"

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ قَتَلَهُ نَبِىٌّ اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ وَ الْمُصَوِّرُوْنَ وَ عَالِمٌ لَمْ يُنْتَفِعْ بِعِلْمِهٖ ☆

বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন,—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"কেয়ামতের দিবসে (নিম্নোক্ত পঞ্চ শ্রেণীর লোক) সমস্ত লোক অপেক্ষা সমধিক শাস্তিগরস্ত হইবে, (১) যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে, (২) যাহাকে কোন নবী হত্যা করিয়াছিলেন। (৩) যে ব্যক্তি পিতামাতার কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, (৪) মুর্ত্তি নির্ম্মাণকারীগণ, (৫) যে আলেমের এলমের দ্বারা উপকার সাধিত হয় নাই।"

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে উল্লিখিত হইয়াছে,—

يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُه، فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرِجْلِهٖ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ مَا شَانُكَ اَلَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَ اَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اٰتِيْهِ ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"কেয়ামতের দিবস এক ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে, ইহাতে তথায় তাহার নাড়িভুড়ি বাহির হইয়া পড়িবে, যেরূপ গৰ্দ্দভ নিজ পদ দ্বারা (গম) পেষণ করে, সেই রূপ তাহার নাড়িভূড়ি পেষণ করা হইবে। তখন দোজখবাসীরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া বলিবে, হে অমুক তোমার অবস্থা কি ? তুমি কি আমাদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ ও অসৎ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে না? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমাদিগকে সৎকার্য্য করিতে হুকুম করিতাম, অথচ আমি উহা করিতাম না। আর আমি তোমাদিগকে অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিতাম, অথচ আমি উহা করিতাম।"

বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ ☆

"আমি মে'রাজের রাত্রে এরূপ কতকগুলি লোককে দেখিয়া ছিলাম—যাহার ওষ্ঠ (ঠোঁট) গুলি অগ্নির কাঁচি দ্বারা কর্ত্তন করা হইতেছে। আমি বলিলাম হে, জিবরাইল। এই লোকগুলি কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা তোমার উম্মতের আলেম উপদেশক শ্রেণী, ইহারা লোককে সৎকার্য্যের হুকুম করিত এবং নিজেরা (উহা) ভুলিয়া থাকিত ।"

এমাম বোখারি বর্ণনা করিয়াছেন,—

قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَ اِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا ☆

হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"হে কোর-আন হাদিছতত্ত্ববিদ আলেমগণ ? তোমরা সরল পথে চল, তাহা হইলে তোমরা (এই পথে) শ্রেষ্ঠ অগ্রগামী হইবে। আর যদি তোমরা (সত্য পথ ত্যাগ করিয়া) ডাহিন ও বামদিকে গমন কর, তবে তোমরা মহাভ্রান্ত (গোমরাহ) হইয়া যাইবে।"

দারমী হজরতের এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَ اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ ☆

"সাবধান! মন্দ আলেমগণ সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য, সৎআলেমগণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।"

বয়হকী হজরতের এই হাদিছটি উল্লেক করিয়াছেন,—

يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهٗ ' وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهٗ ' مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَ هِىَ خَرَبٌ مِنَ الْهُدٰى عُلَمَاؤُ هُمْ شَرٌّ مِّنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةِ وَ فِيْهِمْ تَعُوْدُ ☆

"সত্বর লোকের উপর এরূপ সময় উপস্থিত হইবে, ইছলামের নাম ব্যতীত কিছু বাকি থাকিবে না এবং কোর-আনের পাঠ প্রণালী ব্যতীত কিছুই বাকি থাকিবে না। তাহাদের মছজেদগুলি আবাদ থাকিবে, অথচ এলম ও হেদাএতের হিসাবে উহা উৎসন্ন (বিরাণ) হইবে। তাহাদের আলেমগণ আসমানের নিম্নে অধিবাসীদিগের মধ্যে সমধিক কদর্য্য হইবে। তাহাদের নিকট হইতে ফাছাদ বাহির হইবে এবং তাহাদের মধ্যে উহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে-অর্থাৎ সেই সময়ের আলেমগণ অত্যাচারিগণের সাহার্য্যে কুমত ও কুকার্য্য প্রকাশ করিবে, কিন্তু অবশেষে উক্ত আলেমগণ সেই দল কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবে।"

দারমি উল্লেখ করিয়াছেন,—

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَايَهْدِمُ الْاِسْلَامَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُهٗ ' زَلَّةُ الْعَالِمِ وَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَ حُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ ☆

"জিয়াত বেনে হোদাএর বলিয়াছেন, আমাকে (হজরত) ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি কি জান যে, কিসে ইসলাম ধ্বংস করিবে ? আমি বলিলাম, না, (জানি না) উক্ত হজরত বলিলেন, আলেমের পদস্খলন, কপট ব্যক্তির কোর-আনের সহিত বিরোধ ও ভ্রান্তকারী আমিরগণের হুকুম উহা ধ্বংস করিবে অর্থাৎ আলেম ব্যক্তিরা বিপরীত বুঝিয়া ভ্রান্তিমূলক মত প্রচার করাতে, মোনাফেক ও বেদায়াতি দলের কোর-আনের কুটার্থ প্রকাশ করতঃ মুছলমানগণের অন্তরে কু-মতের বীজ বপন করাতেও ভ্রান্তকারী সমাজপতিগণে মনোক্তিমতে হুকুম প্রদান করাতে ইছলাম বিনষ্ট হইবে।

এমাম বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهٗ مِنَ الْعِبَادِ وَ لٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَ اَضَلُّوْا ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদিগের নিকট হইতে এল্‌ম কাড়িয়া লইয়া উহা হ্রাস করিবেন না, বরং আলেমগণকে মারিয়া ফেলিয়া এল্‌ম হ্রাস করিয়া ফেলিবেন, এমন কি যখন কোন আলেমকে বাকি রাখিবেন না, তখন লোকে নিরক্ষর লোকদিগকে নেতা স্থির করিবে ইহারা (মছলা) জিজ্ঞাসাসিত হইবে, বিনা এল্‌মে ফৎওয়া দিয়া নিজেরা ভ্রান্ত হইবে এবং লোকদিগকে ভ্রান্ত করিবে।"

আবুদাউদ তেরমেজি ও এবনো মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ ☆

"যে ব্যক্তি এরূপ এল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়—যাহা সে ব্যক্তি অবগত থাকে, তৎপরে সে উহা গোপন করে, কেয়ামতের দিবস তাহার মুখে অগ্নির লাগাম লাগান হইবে।

তেরমেজি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَـنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ اَوْبِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ☆

"যে ব্যক্তি নিজ মনোক্তি মতে বা বিনা এলমে কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, সে ব্যক্তি যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

কোর-আন ছুরা বাকারাহ,—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

"নিশ্চয় আমি যে নিদর্শন সমূহ ও সত্যপথ অবতারণ (নাজিল) করিয়াছি, লোকদের জন্য কেতাবে উহা বর্ণনা করার পরে যাহারা উহা গোপন করে, আল্লাহতায়ালা-তাহাদের উপর অভিসম্পাত (লানত) করেন এবং অভিসম্পাত কারিগণ তাহাদের উপর অভিসম্পাত করেন, কিন্তু যাহারা তওবা করিয়াছে, সংশোধন করিয়াছে এবং প্রকাশ করিয়াছে, আমি তাহাদের তওবা কবুল করিব এবং আমি তওবা মঞ্জুরকারী দয়াশীল।"

হজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তফছিরে আজিজির ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, উপরোক্ত আয়তদ্বয় য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে নাজিল হইলেও উহার মৰ্ম্ম সাধারণ ভাবে গৃহীত হইবে, যে অসৎ লোকেরা জ্ঞানাচরে সত্য গোপন করিয়া থাকে, যে অত্যাচারী আমিরেরা অন্যের খাতিরে বা লাভের বশবৰ্ত্তী হইয়া সত্যের বিপরীত হুকুম করে, যে উৎকোচ গ্রহণকারী কাজিরা স্বার্থের অনুরোধে সত্যকে বাতীল ও বাতীলকে সত্যরূপে পরিণত করে এবং যে মন্ত্রীরা ধর্ম্ম ও দেশের হিত গোপন করতঃ অহিতের পরামর্শ দিয়া থাকে, তাহারাও উপরোক্ত আয়ত অনুসারে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে। অবশ্য যাহারা উপরোক্ত কার্য্য হইতে তওবা করে, যাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া দেয় এবং সত্যমত প্রকাশ করিয়া দেয়, তবে তাহাদের গোনাহ মার্জ্জনা হইবে।

এমাম গাজ্জালি এহইয়াওল উলম কেতাবে লিখিয়াছেন,—

একজন লোক একটি গোসাপ হজরত মুছা (আঃ) এর নিকট আনায়ন করিয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, এই গোসাপটি একজন আলেম ছিল, খোদাতায়ালার কোপে পতিত হইয়া গোসাপ হইয়া গিয়াছে, আপনি দোয়া করুন, যেন এই আলেম পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার গোনাহ মার্জ্জনা হয় এবং দোজখের শাস্তি হইতে নিস্কৃতি লাভ করে।

হজরত মুছা (আঃ) দোয়া করিতে লাগিলেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ লইয়া নাজিল হইয়া বলিলেন, হে মুছা এই লোকটি একজন তওরাত তত্ত্ববিদ আলেম ছিল, পার্থিব স্বার্থের বশীভূত হইয়া উক্ত কেতাবের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া ৭০ হাজার লোককে ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এজন্য গোসাপরূপে পরিণত হইয়াছে। এখন তোমার দোওয়াতে সে ব্যক্তি মানবরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু গোনাহ মাফ পাইতে পারে না এবং দোজখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, হে ভাই জিবরাইল, কেন তাহার গোনাহ মাফ হইবে না, সে ব্যক্তি তওবা করিবে। হজরত জিবরাইল (আঃ)

বলিলেন, যে ব্যক্তি বিপরীত ফৎওয়া দিয়া ৭০ সহস্র লোককে ভ্রান্ত করিয়াছে, একা এই ব্যক্তি তৎসমূদয় লোকের গোনাহ মস্তকে ধারণ করিয়া দোজখে তাহাদের যাবতীয় শাস্তির পরিমাণ শাস্তি গ্রহণ করিবে। অবশ্য যদি এই ব্যক্তি সেই ৭০ সহস্র, লোককে সদুপদেশ প্রদান করতঃ সৎপথে আনয়ন করিতে পারে, তবে গোনাহ মা'ফী পাইতে ও দোজখের শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

কোর-আন ছুরা বাকারাহ,—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ لا اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ج وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

"নিশ্চয় আল্লাহ যে কেতাব নাজিল করিয়াছে, যাহারা তাহা গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে (দুনইয়ার) সামান্য সম্পদ ক্রয় করে, তাহারা নিজেদের উদরে অগ্নিই ভক্ষণ করিয়া থাকে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহদের সহিত কথোপকথন করিবেন না এবং তাহাদিগকে নির্দ্দোষ (পাক) করিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

ছহিহ মোছলেম,—

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ ☆

হজরত এবনে-ছিরিন বলিয়াছেন,—

"নিশ্চয় এই এল্‌ম দ্বীন, কাজেই তোমরা যাহার নিকট দ্বীন শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা তদন্ত কর।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বেদয়াত মতাবলম্বী আলেমের নিকট এল্‌ম শিক্ষা করা ও ওয়াজ শ্রবণ করা নিষিদ্ধ (নাজায়েজ)।

উক্ত কেতাব,—

"নিশ্চয় এই এল্‌ম দ্বীন, কাজেই তোমরা যাহার নিকট দ্বীন শিক্ষা করিবে, তাহার অবস্থা তদন্ত কর।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বেদয়াত মতাবলম্বী আলেমের নিকট এলম শিক্ষা করা ও ওয়াজ শ্রবণ করা নিষিদ্ধ (নাজায়েজ)।

উক্ত কেতাব,—

يَكُوْنَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَ لَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَ لَا يَفْتِنُوْنَكُمْ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"শেষ যুগে কতকগুলি প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে তাহারা এরূপ হাদিছসমূহ (বাক্যবলী) তোমাদের নিকট আনয়ন করিবে, যে সমস্ত তোমরা শ্রবণ কর নাই এবং তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ (শ্রবণ করেন নাই), তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকট স্থান দিও না, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে ও ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

উক্ত কেতাব,—

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ

مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَ لَا اَدْرِىْ مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ ☆

হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন,—

"নিশ্চয় শয়তান মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়া কোন দলের নিকট উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা প্রকাশ করিবে। তৎপরে লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে একজন লোক বলিবে, আমি এরূপ একজন তাহাদের মধ্যে একজন লোককে হাদিছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যাহার চেহারা জানি কিন্তু তাহার নাম জানি না।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, বেদয়াতি আলেমের ওয়াজ শুনা তাহার নিকট মুরিদ হওয়া নাজায়েজ।

ছহিহ মোছলেমে আছে,—

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি বেদয়াত প্রচারককে স্থান দিবে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করুন।"

বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَتٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ ☆

"যে ব্যক্তি কোন বেদয়াত প্রচারককে সম্মান করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইছলাম ধ্বংস করার সহায়তা করিল।"

ছহিহ মোছলেমে এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে,—

رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَهُ، وَ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَ

عَلَّمْتُهٗ وَ قَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَ لٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَ قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিল, শিক্ষা দিয়াছিল এবং কোর-আন পাঠ করিয়াছিল, (কেয়ামতের দিবস) তাহাকে আনায়ন করা হইবে, তৎপরে আল্লাহতায়ালা নিজের দানরাশির (নিয়ামত সমূহের) কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন, সে ব্যক্তি উহা স্বীকার করিয়া লইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি তৎসমূদয় (প্রাপ্ত হইয়া) কি কার্য্য করিয়াছিলে ? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলাম শিক্ষা দিয়াছিলাম এবং তোমার জন্য কোর-আন পাঠ করিয়াছিলাম। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ বরং তুমি এই জন্য এল্‌ম শিক্ষা করিয়াছিলে এবং কোর আন পাঠ করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে আলেম ও কারী বলিবে, তাহা ত লোকে বলিয়াছে। তৎপরে আল্লাহতায়ালার আদেশে তাঁহাকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

আহমদ, আবুদাউদ ও এবনো-মাজা এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ غَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ☆

"যে ব্যক্তি যে এল্‌ম আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয়, উহা শিক্ষা করে, (কিন্তু) উহা কোন পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস বেহেশতের গন্ধ পাইবে না অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশকারীদিগের সহিত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

তেরমেজি ও এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন,—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি আলেমগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার, নিরক্ষরদিগের সহিত তর্ক করার এবং লোকদিগের অনুরাগ ভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে এল্‌ম চেষ্টা করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে দোজখে দাখিল করিবেন।"

উপরোক্ত তিনটি হাদিছে বুঝা যায় যে, ইছলামের উন্নতি করার ও সত্যপথ প্রাপ্তির ধারণায় এলম শিক্ষা করা জরুরী, কিন্তু পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির ধারণায় এল্‌ম শিক্ষা করা দুষিত ও গোনাহ।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরে লিখিয়াছেন,—

"আল্লাহতায়ালা হজরত ছোলায়মান (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে তুমি অর্থ, রাজত্ব ও এলম এই তিনটির মধ্যে কোনটি চাও ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন আমি এল্‌ম চাই। আল্লাহতায়ালা তাঁহার বিশুদ্ধ সঙ্কল্পের (খাঁটি নিয়তের) জন্য তাঁহাকে অর্থ, রাজত্ব ও এল্‌ম সমস্তই প্রদান করিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় ওয়াজ

কোর-আন পাঠের ফজিলত

(১) এমাম বোখারী এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ ☆

"যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করিয়াছে এবং শিক্ষা দিয়াছে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতম।"

(২) এমাম বোখারী ও মোছলেম (রঃ) এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ☆

"কোর-আন শরিফের সুদক্ষ হাফেজ ও কারী, কেতাবলেখক (বা অহি আনয়নকারী) মহা মহা সৎ পয়গম্বরের (বা ফেরেশতার) সঙ্গে বেহেশতে থাকিবার স্থান পাইবেন। যে ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করে এবং উহা (উচ্চারণ করা) তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইলেও উহার সাধ্য সাধনা করে সে ব্যক্তি দ্বিগুণ নেকী (ফল) পাইবে।

(৩) উক্ত এমামদ্বয়ের বর্ণনা,—

لَا حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اٰنَاءَ النَّهَارِ ☆

"দুই ব্যক্তির (পদ মর্য্যাদার) উপর (প্রত্যেকের) আক্ষেপ করা উচিত। প্রথম এক ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহতায়ালা কোর-আন শিক্ষা করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, আর সেই ব্যক্তি রাত্র ও দিবার অনেক সময় উহা পাঠে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহতায়ালা অর্থ প্রদান করিয়াছেন, আর সেই ব্যক্তি রাত্র ও দিবার অনেক সময় উহা বিতরণ করিয়া থাকে।"

(৪) উক্ত এমামদ্বয়ের বর্ণনা,—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَ طَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ وَ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ ☆

" যে ইমানদার ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি সুগন্ধি ও সুস্বাদু কমলা লেবুর তুল্য। যে ইমানদার ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করে না। সে ব্যক্তি সুবাসহীন সুস্বাদু খোর্ম্মার তুল্য। যে মোনাফেক (ফাছেক) কোর-আন পাঠ করে না, সে ব্যক্তি সুবাসহীন কটু মাকাল ফলের তুল্য। যে কপট কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি সুগন্ধি ও কটু 'রায়হান' পুষ্পের তুল্য।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির আমল ও ইমান পরিপক্ক, ইহা সত্ত্বেও

কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কমলালেবুর ন্যায় সুস্বাদু ও সুগন্ধি এই দুই গুণ সম্পন্ন। যে ব্যক্তি আমল ও ইমানে পরিপক্ক, কিন্তু কোর-আন পাঠ করে না, সে ব্যক্তি খোর্ম্মা ফলের ন্যায় সুস্বাদু হইলেও সুবাসহীন হইয়া থাকে। যে ফাছেক ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করিয়া থাকে সে ব্যক্তি রায়হান পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধি হইলেও গোনাহ কার্য্যের (বদ আমলের) জন্য কটু হইয়াছে। যে ফাছেক কোর-আন পাঠ করে না, সে ব্যক্তি বদ আমল ও কোর-আন পাঠ না করার জন্য মাকালের ন্যায় দুর্গন্ধ ও কটু হইয়াছে।

(৫) এমাম মোছলেমের বর্ণনা,—

اِنَّ اللّٰهَ يَرْ فَعُ بِهٰذَاالْكِتَابِ اَقْوَا مًا وَ يَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা এই কোর-আন শরিফের দ্বারা কতক শ্রেণী অবনত ও কতক শ্রেণীকে উন্নিত করিবেন।" অর্থাৎ যাহারা কোর-আনের উপর ইমান আনিবে, উহা শিক্ষা করিবে, এবং তদনুযায়ী কার্য্য (আমল) করিবে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে উন্নত করিবেন। আর যাহারা উহার প্রতি ইমান আনিবে না তাহারা হেয় ও ঘৃণ্য হইবে।

(৬) এমাম মোছলেমের বর্ণনা,—

اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ

اِقْرَؤُا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَ سُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانَ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَا بَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ

صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَا بِهِمَا ☆

হজরত বলিয়াছেন,—

" তোমরা কোর-আন পাঠ কর, কেননা উক্ত কোর-আন কেয়ামতের দিবস কোর-আন পাঠকারীদিগের জন্য শাফায়াতকারী হইয়া

আসিবে। তোমরা বাকারাহ ও আল-এমরান এই উজ্জ্বল ছুরা দুইটি পাঠ কর, কেননা কেয়ামতের দিবস উক্ত ছুরা দুইটি দুই খণ্ড মেঘরূপে উপস্থিত হইয়া উভয় ছুরা পাঠকারীদিগকে (সুর্য্যের তাপ হইতে) পরিত্রাণ করাইয়া দিবে।"

(৭) এমাম মোছলেমের বর্ণনা,—

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَا رَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ ☆

"যে কোন জামায়াত (দল) কোন মছজেদে সমবেত হইয়া কোর-আন শরিফ পাঠ করেন এবং একে অন্যকে ইহা শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদের উপর শান্তি নাজেল (অবতীর্ণ) হয়, রহমত (আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ) তাঁহাদিগকে বেষ্টন করে, ফেরেশতাগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আল্লাহতায়ালা আরশের ফেরেশতাগণের নিকট তাঁহাদের আলোচনা করেন।"

(৮) এমাম বোখারী ও মোছলেমের বর্ণনা,—

اِنَّ اُسَيْدَبْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَيَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةَ وَ فَرَسُهٗ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهٗ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَأَ

فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ اِبْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِّنْهَا فَاشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ وَلَمَّا اَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .... قَالَ وَ تَدْرِىْ مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْقَرَأْتَ لَاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَا تَتَوَارٰى مِنْهُمْ ☆

ছাহাবা ওছাএদ বেনে হোজাএর রাত্রিতে ছুরা বাকারাহ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার ঘোটকটি তাঁহার নিকটে বন্ধন করা ছিল, হঠাৎ ঘোটকটি ছুটাছুটি করিতে লাগিল, ইহাতে তিনি কোর-আন পাঠ বন্ধ করিলেন ঘোটকটি স্থির হইয়া গেল। দ্বিতীয়বার তিনি কোর-আন পাঠ করিতে লাগিলেন, অমনি উক্ত ঘোটক লাফালাফি করিতে লাগিল, ইহাতে তিনি কোর-আন পাঠ রহিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ঘোটকটি স্থির হইয়া গেল। তৃতীয়বার তিনি কোর-আন পাঠ আরম্ভ করিলেন, অমনি ঘোড়াটি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বাহিরে গেলেন, তাঁহার ইহ্ইয়া নামক পুত্র উক্ত ঘোড়ার নিকট ছিল ঘোড়াটি তাহাকে আঘাত করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত পুত্রকে দূরে রাখিয়া মস্তককে আছমানের দিকে উঠাইয়া দেখিলেন-যেন একটি শামিয়ানা (শূন্যমার্গে) রহিয়াছে, উহার মধ্যে প্রদীপের ন্যায় কতকগুলি আলোকময় বস্তু রহিয়াছে। তিনি প্রভাতে হজরত নবি ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অ-ছাল্লামকে ইহা প্রকাশ করিলেন। হজরত (ছাঃ) বলিলেন, তুমি জান উহা কি? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন না। হজরত বলিলেন, তাঁহারা

কতকগুলি ফেরেশতা তোমার (কোরআন পাঠের) শব্দ শ্রবণ করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি তুমি কোর-আন পড়িতে থাকিতে, তবে তাঁহারা প্রভাত অবধি থাকিতেন, লোকে তাহাদিগকে দেখিয়া লইত, তাঁহারা ইহাদের (চক্ষু) হইতে অদৃশ্য হইতেন না।"

(৯) আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ির বর্ণনা, —

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وارْتَقِ وَ رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تقْرَؤُهَا ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"কোর-আন পাঠকারী ও আমলকারীকে (বেহেশতে) বলা হইবে, তুমি কোর-আন পাঠ কর, উচ্চপদে (দরজায়) আরোহন কর, দুনইয়ার যেরূপ শুদ্ধভাবে কোর-আন পাঠ করিতে, এস্থলে সেইরূপ পাঠ কর, কেননা তুমি যতটী আয়ত পাঠ করিবে, সেই পরিমাণ তোমার দরজা হইবে।"

(১০) তেরমেজি বলিয়াছেন,—

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ☆

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

" যাহার উদরে কোর-আন শরিফের কিছু অংশ নাই, সে ব্যক্তি উৎসন্ন গৃহের তুল্য।

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتٰبِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ والْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ اٰلٓمّٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَمْ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ ☆

(১১) তেরমেজির বর্ণনা,—

" যে ব্যক্তি কোর-আন শরিফের একটি অক্ষর পড়িবে, সে ব্যক্তি দশটি নেকি পাইবে। আমি বলি না যে, আলিফ, লাম, মিম, একটি অক্ষর। আলিফ একটি অক্ষর, লাম্ একটী অক্ষর ও মিম একটী অক্ষর।"

(১২) তেরমেজির বর্ণনা,—

يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَ مَسْأَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلُ مَا اُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ وَ فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ ☆

"মহিমান্বিত প্রতিপালক (আল্লাহতায়ালা) বলেন, যে ব্যক্তি কোর-আন পাঠে নিমগ্ন থাকার জন্য আমার জেকের ও আমার নিকট দোয়া করা হইতে বিরত (বাজ) থাকিয়া যায়, দোয়াকারীদিগকে আমি যাহা কিছু দিয়া থাকি, তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিষয় দিয়া থাকি। আমার বান্দাগণের উপর যেরূপ আমার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য বাক্যের উপর আমার কোর-আনের সেইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আছে।"

(১৩) আবুদাউদ ও আহমদের বর্ণনা,—

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَ عَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَ الِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضَوْءُهٗ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ ☆

"যে ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করে কেয়ামতের দিবস তাহার পিতামাতাকে সূর্য্যের অপেক্ষা সমধিক জ্যোতিষ্মান টুপি পরিধান করান হইবে।

(১৪) তেরমেজি, এবনো-মাজা ও দারমির বর্ণনা,—

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَ حَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهٗ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ☆

"যে ব্যক্তি কোর-আন পাঠ করিয়া স্মরণ করিয়া লইয়াছে তৎপরে উহার হালালকে হালাল করিয়াছে এবং উহার হারামকে হারাম করিয়াছে আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতে স্থান দিবেন। এবং তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে দোজখের উপযুক্ত দশজনের সম্বন্ধে তাহার শাফায়াত (সুপারিশ) মঞ্জুর করিবেন।"

(১৫) তেরমেজি নাছায়ী ও এবনে মাজার বর্ণনা,—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

"তোমরা কোর-আন শিক্ষা করিয়া উহা পাঠ করিতে থাক, কেননা যে ব্যক্তি কোর আন শিক্ষা করিয়া পাঠ করে এবং রাত্রিতে উহা তাহাজ্জদে পাঠ করে, কোর-আন তাহার পক্ষে উক্ত মৃগনাভি পূর্ণ পাত্রের তুল্য— যাহার সৌরভে প্রত্যেক স্থান বিমোহিত হইয়া থাকে।"

আর যে ব্যক্তি কোর-আন শিক্ষা পূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া রাখে, অথচ রাত্রিতে (উহা তাহাজ্জদে পাঠ না করিয়া) নিদ্রিত থাকে, সে ব্যক্তি উক্ত মৃগনাভির পাত্রের তুল্য—তাহার মুখেন্ধ করা থাকে।"

(১৬) দারমির বর্ণনা,—

হজরত বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি রাত্রিতে একশত আয়ত পাঠ করে, সেই রাত্রিতে কোর-আন তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে না। আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে দুইশত আয়ত পাঠ করে, তাহার জন্য রাত্রি জাগরণের এবাদত লিখিত হইবে।

আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে পাঁছ শত হইতে সহস্র আয়ত পর্য্যন্ত পাঠ করে সে ব্যক্তি গো-চর্ম্ম পুর্ণ স্বর্ণদানের নেকী প্রাপ্ত হইবে।"

উপরোক্ত হাদিছদ্বয়ে বুঝা যায় যে, কোর-আন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি কোর-আন শরীফ পাঠ না করিলে, আল্লাহতায়ালার দরবারে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

(১৭) আবুদাউদ ও দারমির বর্ণনা,—

"যে ব্যক্তি কোর আন পাঠ করিয়া ভুলিয়া যায়, কেয়ামতের দিবস তাহাকে আল্লাহতায়ালার নিকট পঙ্গু হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে।"

তৃতীয় ওয়াজ

ঈমান

আল্লাহতায়ালা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন,—(ছুরা নেছা)।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত শরিক করা (অংশী স্থাপন করা) মার্জ্জনা করিবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাহা হউক যাহার ইচ্ছা করেন, মার্জ্জনা করিবেন।"

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা মায়েদাহ)।

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ☆

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার উপর বেহেশত হারাম করিয়াছেন।"

وَ مَنْ لَقِيَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيَاةً لَا يُشْرِكُ بِىْ شَيْأً لَقِيْتُهٗ مَغْفِرَةً ☆

"আর যে ব্যক্তি জমিন পরিমাণ গোনাহ সহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, (যাদি) আমার সহিত কোন বস্তুর শরিক না করে (তবে) আমি মার্জ্জনাসহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

হজরত বলিয়াছেন,—

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَ اِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِّقْتَ ☆

"যদি কেহ তোমাকে হত্যা করে কিম্বা দগ্ধীভূত করে, তথাচ তুমি আল্লাহ তায়ালার সহিত শরিক করিও না।"

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা বুরুজ)।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ؕ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ

"রাশি সমূহ সমন্বিত আছমানের শপথ এবং অঙ্গীকৃত দিবসের (কেয়ামতের) শপথ, এবং প্রত্যেক উপস্থিত বিষয়ের (জুমার দিবসের) শপথ, প্রত্যেক উপস্থাপিত বিষয়ের (আরাফাতের দিবসের) শপথ, শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিনষ্ট হইয়াছিল—যে সময় তাহারা উহার নিকট উপবিষ্ট ছিল এবং তাহারা যাহা বিশ্বাসীদিগের সহিত করিতেছিল, তাহার নিকট উপস্থিত ছিল।"

ছহিহ মোছলেম ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে আছে, সুরিয়া (শাম) দেশে জনৈক প্রবল প্রতাপ শালী রাজা ছিল, তাহার একজন ঐন্দ্রজালিক অনুচর ছিল। সে কুহক বিদ্যায় এরূপ সুনিপুন ছিল যে, তদ্দ্বারা রাজ্যের বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিত। সেই ঐন্দ্রজালিক এক সময়ে রাজার নিকট আবেদন করিল যে, আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। আপনি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি উপযুক্ত বালক আমার নিকট প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে এই কুহক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া এই কার্য্যের ভার তাহার উপর অর্পন করিব। রাজাদেশ অনুসারে একটি মেধাবী বালক প্রত্যহ প্রভাত

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উক্ত ঐন্দ্রজালিকের নিকট উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিত। বালকটি এই সময় একদিন কোন এক তাপসের গৃহ দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার সুমধুর প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইল এবং সেই হইতে বালকটি ঐন্দ্রজালিকের নিকট গমণ কালে পথিমধ্যে তাপসের গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত। এই সময়ে একটি অজগর কিম্বা ব্যাঘ্র কোন পথের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া লোকের যাতায়াত রহিত করিয়াছিল। এতদ্দর্শনে বালকটি একখণ্ড প্রস্তর হস্তে লইয়া বলিতে লাগিল, হে খোদাতায়ালা, যদি ঐন্দ্রজালিক অপেক্ষা তাপসের সঙ্গলাভ সমধিক হিতকর হয়, তবে এই প্রস্তরে উক্ত জন্তুকে নিপাত কর। ইহা বলিয়াই প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করায় উক্ত জন্তুটী বিনষ্ট হইল। এই অলৌকিক ব্যাপারে বালকটী সাধারণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিল। তাপস তৎশ্রবণে তাহাকে বলিলেন, খোদাতায়ালা তোমাকে মহা শক্তিশালী শিদ্ধ (কামেল) পুরুষ করিবেন, কিন্তু তুমি ধর্ম্মদ্রোহীদের দ্বারা মহা বিপন্ন হইয়া মহা পরীক্ষায় পতিত হইবে। সাবধান! সেই সময় তুমি আমার নাম তাহাদের নিকট প্রকাশ না কর। বালকটী গুরু বাক্য শিরোধার্য্য করিল। তৎপরে সে উক্ত গুরুর পবিত্র সঙ্গ লাভে অলৌকিক গুণসম্পন্ন হইয়া পড়িল। ধবল ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ও জন্মান্ধ লোকেরা তাহার দোয়াতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল। রাজার একজন অনুচর অন্ধ হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, তাহার দোওয়াতে চক্ষুদান প্রাপ্তে তৎমতালম্বী হইল সেই অনুচর আরোগ্য লাভ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিল। সে বলিল, আমার প্রতিপালক খোদাতায়ালা আমার চক্ষুতে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিল।" আমা ব্যতীত তোমার প্রতিপালক অন্য কে আছে? তদুত্তরে সে বলিল, "তোমার ও আমার প্রতিপালক একই সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালা - যিনি ব্যতীত উপাস্য আর নাই" রাজা তাহার উপর মহা উৎপীড়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমার এইরূপ মত শিক্ষা দিয়াছে? অগত্য সে উক্ত

বালকের নাম করিল। বাদশাহ বালককে আহ্বান করিয়া বলিল, "তুমি আমার নিকট প্রতিপালন হইয়া ও আমার ঐন্দ্রজালিক অনুচরের নিকট ঐন্দ্রজাল শিক্ষা করিয়া অন্ধকে চক্ষুদান ও রোগীকে রোগমুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছ, কিন্তু তুমি না কি আমা ব্যতীত অন্যকে প্রতিপালক খোদারূপে গ্রহণ করিয়াছ? বালকটি বলিল রোগ মুক্ত করা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত তোমার আমার বা যাদুকরের অধিকার নাই। রাজা তাহাকে মহা যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার নিকট এই মত শিক্ষা করিয়াছ ? অগত্য সে তাপসের নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাদশাহ ক্রমান্বয়ে উক্ত চক্ষুপ্রাপ্ত অনুচর ও তাপসের প্রাণ বধ করিল কিন্তু তাঁহারা ঈমান নষ্ট করিল না। তৎপরে বালকটির ঈমান নষ্ট করিতে মহা চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে উহাতে সম্মত হইল না। পরে রাজ আদেশে কতিপয় লোক তাহাকে এক পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর লইয়া গিয়া উহার অধোদেশে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিল, তখন বালকটি খোদাতায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করায় ভুমিকম্প হইল এবং সেই লোকটি উহার নিম্নদেশে নিপতিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল। বালকটি রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, খোদা তাহায়ালা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে সমূদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে বলিল কতকগুলি লোক তাহাকে নৌকাযোগে সমূদ্র মধ্যে লইয়া তাহাকে ঈমান নষ্ট করিতে বলিল, কিন্তু বালক উহাতে সম্মত হইল না এবং খোদাতায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিল। তৎক্ষণক সেই নৌকাখানি ও সেই লোকগুলি সমূদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইল। বালক নিরাপদে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন বালকটি বলিতে লাগিল, "এক প্রান্তরে সমস্ত নগরবাসিকে সমবেত করুন, তৎপরে আমাকে শূল-কাষ্ঠের উপর চড়াইয়া,—

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ☆

অর্থাৎ বালকের প্রতিপালক খোদার নামে (তীর নিক্ষেপ করি) এই নাম পাঠ করিয়া আমার উপর তীর নিক্ষেপ করুন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে।" রাজা তাহাই করিল, বালক স্বীয় কর্ণে হস্ত রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, আমরা এই বালকের খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ইহাতে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া পথের সম্মুখে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিতে আদেশ করিল, তাহারাসহ আদেশ প্রতিপালিত হইল। রাজা পরিষদবর্গসহ উহার (অগ্নিকুণ্ডের) পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আদেশ প্রদান করিল যে, যাহারা বালকের মত ত্যাগ না করে, তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ কর। তদাদেশে বহু ঈমানদারের প্রাণ এই প্রকারে বিনষ্ট করা হইল। হঠাৎ অত্যাচারী দল একটি স্ত্রীলোককে শিশু সন্তান সহ উহাতে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিল, স্ত্রীলোকটি ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমতবস্থায় উক্ত শিশু সন্তান বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, অয়ি জননী! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন অমুল্য রত্ন স্বরূপ ঈমান কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, অগ্নি আপনার জন্য পুষ্পোদ্যান হইয়া যাইবে। স্ত্রীলোকটি তৎশ্রবণে অম্লান বদনে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিল।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, ইমানদারদিগের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ফেরেশতাগণ তাহাদের অত্মা বাহির করিয়া লইয়া বেহেশতে পৌছাইয়া দিতেন। তৎপরে উক্ত অগ্নি এরূপ প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া লাল জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, বাদশাহ ও তাহার সহচরগণ পলায়ণ করিতে না পারিয়া উহাতে দগ্ধীভূত হইয়া বিনষ্ট হইল। খোদাতায়ালা এই ছুরায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ইয়মন, পারস্য আবিসিনীয়াতে আরও তিনটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা প্রসিদ্ধ

তফছির সমুহে বর্ণিত আছে। তঃ আজিজ, কবির এবনো-জরির, এবনো-কছির ও রুহোল-মায়ানী।

(২) কোর-আন ছুরা অল্লাএলে আছে,—

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۙ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ۙ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى ۚ

"নিশ্চয় উচিরে উক্ত মহা ধর্ম্মভীরু উক্ত অগ্নি হইতে দূরীকৃত হইবেন—যিনি পবিত্রতা (পাকি) লাভ করণেছায় আপন অর্থ দান করেন এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার উপর কাহারও অনুগ্রহ (উপকার) নাই যে, তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।"

এই আয়ত নাজেল হওয়ার কারণ এই যে, মক্কা শরিফে সমাজের দুইজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন। একজন হজরত আবুবকর (রাঃ) ও দ্বিতীয় খালায়েফের পুত্র ওমাইয়া। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অর্থ ব্যয় করিতেন। ওমাইয়া দ্বাদশটি গোলাম দ্বারা নানা প্রকারে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। একজনকে কৃষিকার্য্যের, একজনকে উদ্যান সমূহের, একজনকে চিত্রাঙ্কিত মূল্যবান বস্ত্র সমূহের ব্যবসায়ের ও একজনকে পালিত চতুষ্পদ জন্তু সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে এক একজনকে এক একপ্রকার কার্য্যের অধ্যক্ষ করিয়াছিল। এইরূপ ধনবান হওয়া সত্ত্বেও সে এক কর্পর্দ্দকও দরিদ্রদিগকে দান করিত না। যদি কোন দাস কোন দরিদ্রকে কিছু দান করিত, তবে সে তাহাকে ভর্ৎসনা ও পদচ্যুত করিত।

যদি কেহ তাহাকে বলিত যে, তুমি পরকালের সম্বলের জন্য কেন কিছু দান করিতেছ না? ইহাতে সে বলিত, আমি পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমি বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের প্রয়াসী নহি। হজরত বেলাল নামক তাহার একজন ক্রীতদাস

ছিলেন। ইনি গুপ্তভাবে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। পরস্পর এই সংবাদটি তাঁহার প্রভূর কর্ণগোচর হওয়ায় সে তাঁহাকে পদাচ্যুত করিয়া এক খোদাতায়ালার উপাসনা ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিল এবং বলিতে লাগিল যে, যদি তুমি উহা ত্যাগ না কর, তবে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব। হজরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা ত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তখন তাঁহার প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া তৎপ্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিল। তদদেশানুযায়ী তাহার কর্ম্মচারীগণ দিবসের প্রথম ভাগে তাঁহার শরীরে বাবলার কন্টক বিদ্ধ করিত, দিবসের মধ্যভাগে উত্তপ্ত মরুভূমিতে তাঁহাকে উর্দ্ধমুখে শয়ন করাইয়া তাঁহার বক্ষদেশে বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন ও তাঁহার চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে একটি অন্ধকারময় কুটীরে আবদ্ধ করিয়া প্রভাত অবধি কশাঘাত করিত।

ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে খোদাতায়ালার একত্ববাদ প্রচার করিতেন। এক সময়ে হজরত আবুবকর (রাঃ) রাত্রিতে ওমাইয়ার গৃহে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক প্রভাতে তথায় উপস্থিত হইয়া হজরত বেলালের বিপন্ন দশার কথা অবগত হইলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) দুঃখিত হইয়া ওমাইয়াকে তাঁহার মুক্তি প্রদানের সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। হজরত আবু বকর (রাঃ) বারম্বার এই প্রস্তাব করায়, সে বলিতে লাগিল, যদি তাঁহার প্রতি আপনার এত দয়া হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে ক্রয় করুন। অবশেষে তাহার স্বীয় নাস্তাস নামক ক্রীতদাস ও চল্লিশ আওকিয়ার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) বিনিময়ে তাঁহাকে ক্রয় করেন নাস্তাসের মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণ মূদ্রা ছিল। যখন হজরত আবুকর (রাঃ) তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান, তখন ওমাইয়া বলিতে লাগিল, ইনি এরূপ বিবেচক লোক হইয়া একটি নগন্য লোককে একটি সুচতুর মূল্যবান দাস ও বহু স্বর্ণমূদ্রা দ্বারা ক্রয় করিলেন,

যাহার মূল্য আমাদের নিকট এক কর্পদ্দক নহে। তৎশ্রবণে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, এই গোলামাটি আমার নিকট এত মূল্যবান যে, আমি সমস্ত ইয়মন রাজ্য দ্বারা তাঁহাকে ক্রয় করিতে সম্মত হইতে পারি। তৎপরে তিনি হজরতের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিলাম।"

(৩) কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা ফাতেহা)।

اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاکَ نَسْتَعِيْنُ

"আমরা তোমারই এবাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য রুকু ছেজদা করা, অন্য কাহারও নিকট মানসা করা কিম্বা কাহাকেও প্রকৃত বিপদ মোচনকারী ও উদ্ধারকারী ধারণা করা শেরেক।

(৪) কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা আম্বিয়া)।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ☆

"আমি বলিলাম, হে অগ্নি তুমি এব্রাহিমের প্রতি শীতল ও শান্তি দায়ক হইয়া যাও।"

তফছিরে-খাজেনে লিখিত আছে,—

যে সময় নমরুদ ও তদীয় সহচরেরা হজরত এব্রাহিম (আঃ) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আকাশের ফেরেশতাগণ রোদন করিয়া বলিলেন, হে খোদা, জগতে তোমার খলিল (বন্ধু এব্রাহিম) ব্যতীত তোমার এবাদাতকারী আর কেহ নাই সেই খলিল অগ্নিতে শত্রু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহার সাহায্যের অনুমতি প্রদান করুন, তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, এব্রাহিম আমার একমাত্র খলিল, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কেহ খলিল (বন্ধু) নাই। আমি তাঁহার মা'বুদ (উপাস্য) খোদা,

আমি ব্যতীত তাঁহার উপাস্য আর কেহ নাই। যদি তিনি তোমাদের কাহারাও নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করেন, অথবা মনষ্কামনা পূর্ণ করিতে চাইহেন, তবে তোমরা তাঁহার সহায়তা কর। আমি সহায়তা করার অনুমতি প্রদান করিলাম। আর যদি তিনি আমা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট মনো বাসনা পূর্ণ করিতে না চাহেন, তবে আমি তাঁহার সহায়তাকারী ও রক্ষক। তোমরা তাঁহাকে আমার উপর ন্যাস্ত কর। যে সময় কাফেরেরা তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, পানি পরিচালক ফেরেশতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, এব্রাহিম যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমি অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারি। বায়ু পরিচালক ফেরেশতা বলিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমি বায়ু দ্বারা অগ্নিকে স্থানান্তরিত করিতে পারি। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আপনাদের নিকট আমার কোন আবশ্যক নাই, খোদা আমার কর্ত্তা, তাঁহার প্রতি আত্মনির্ভর করিতেছি। হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, এব্রাহিম তোমার কিছু বাসনা আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আপনার নিকট আমার কোন বাসনা নাই। হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, তবে আপনার প্রতিপালককে ডাকুন। তিনি বলিলেন, খোদা আমার অবস্থা অবগত আছেন, কাজেই যাচ্ঞা করার আবশ্যকতা নাই। সেই সময় খোদাতায়ালা অগ্নিকে নির্ব্বাপিত হওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন।

(৫) তফছিরে আজিজিতে আছে,—

"হজরত আবুবকর (রাঃ) জোবায়রা নাম্নী একটি দাসীকে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি মুক্তি পাইবার পরে অন্ধ হইয়া যায়, সেই হেতু তাহার প্রভু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি ইছলাম গ্রহণের জন্য প্রতিমার অভিশাপে পতিত হইয়া অন্ধ হইয়াছ? তদুত্তরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিল যে, খোদাতায়ালা ভিন্ন কাহারও কিছু করিবার অধিকার নাই।" ইহা বলা মাত্র সে চক্ষের জ্যোতিঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬) এমাম তেরমেজি হজরতের এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন,—

"কেয়ামতের দিবস হজরতের একটি উম্মতকে আনায়ন করা হইবে, ৯৯টি গোনাহ কার্য্যের খাতা তাহার সমক্ষে প্রকাশ করা হইবে, প্রত্যেকটি দৃষ্টিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। তৎপরে আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি কি ইহার কোন একটি অস্বীকার করিতেছ ? আমার লেখক ফেরেশতা কি তোমার উপর কোন অত্যাচার করিয়াছে? সে ব্যক্তি বলিবে, না হে প্রতিপালক ! আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার কি কোন আপত্তি আছে? সে ব্যক্তি বলিবে, হে খোদা না, আল্লাহ বলিবেন অদ্য তোমার প্রতি অত্যাচার করা হইবে না, অবশ্য আমার নিকট তোমার একটী নেকী (গচ্ছিত) রহিয়াছে। তৎপরে একখানা পত্র বাহির করা হইবে, উহাতে শাহাদাত কলেমা লিখিত আছে। আল্লাহতায়ালা বলিবেন, তুমি তোমার ওজনের পাল্লার নিকট উপস্থিত হও। তৎপরে ৯৯টি দৈর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট খাতা এক পাল্লাতে স্থাপন করা হইবে। ইহাতে সমস্ত গোনাহ কার্য্যের খাতা হালকা ও কলেমা লিখিত খাতা ভারি হইবে। আল্লাহতায়ালার নামের সহিত কোন বিষয় সম ওজন হইতে পারে না।" ইহাতে ঈমানের দরজা বুঝা গেল।

(৭) ছুরা বাকারা,—

وَ مَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

"এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে, (তাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন)।

(৮) কোর-আনে আছে,— (ছুরা মায়েদাহ)।

وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"এবং যাহা দরগার (প্রতিমার) নিকট জবাহ করা হয়, তাহাও হারাম করা হইয়াছে।"

(৯) ছহিহ মোছলেমে আছে,—

" যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের সম্মানের জন্য কোন জন্তু জবাহ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতি লা'নত করেন।"

(১০) আবুদাউদে আছে,—

لَا عَقْرَ فِى الْإِسْلَامِ

"কবর স্থানে জবাহ্ করা জায়েজ নহে।"

শামি ২/১৩৯ পৃষ্ঠা,—

"অধিকাংশ নিরক্ষর লোক মৃতদিগের জন্য মানসা করিয়া থাকে এবং টাকা, মোমবাতি জৈতুন তৈল ইত্যাদি বোজর্গ ওলি উল্লাহ্গণের কবরের নিকট তাঁহাদের নৈকট্য লাভ উদ্দেশ্যে লইয়া যায় তাঁহা বাতীল ও হারাম।

মেশকাত ৯৬ পৃষ্ঠা,—

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের শপথ করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি শেরেক করিল।"

সাবধান মুছলমানগণ! জ্বেন দৈত্যের উপদ্রব বা সর্প দংশন কালে তোমরা এরূপ মন্ত্র পাঠ করিও না যাহাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে দোহাই থাকে বা এরূপ মন্ত্রপাঠকারীকে আনায়ন করিও না, ইহাতে তোমাদের ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

কলেরা বসন্ত রোগে মোশরেক ফকিরদিগের নিকট হইতে তদবীর করিয়া লওয়া জায়েজ নহে। তাহারা শেরক মূলক মন্ত্র পড়িয়া তোমাদের ঈমান ধ্বংস করিবে।

মেশকাত, ৩৮৯ পৃষ্ঠা,—

اَلتِّوَلَةُ شِرْكٌ

"যাদু সমন্বিত তাবিজ শেরেক।

অনেক লোক সাধারন তাবিজের কেতাব হইতে যাদু বিশিষ্ট তাবিজ লিখিয়া ঈমান নষ্ট করিয়া থাকে।

মেশকাত, ৩৯৩ পৃষ্ঠা,—

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ...... فَقَدْ بَرِئَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ☆

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হইয়া সে যাহা বলে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অবশ্য সে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন হইতে আলাহেদা হইয়া গেল।

সাবধান! গৃহ প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন, কোন জিনিস হারাইয়া যাওয়া কালে বা বিবাহ উপলক্ষে গণকের কথা বিশ্বাস করিওনা ইহাতে ইমান নষ্ট হইবে।

কোর-আন ছুরা ফোরকানে আছে,—

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ☆

"এবং উক্ত ধার্ম্মিক বান্দারা অন্য জাতির পর্ব্বে যোগদান করিবে না।"

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, য়িহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি জাতির পর্ব্বে যোগদান করা হারাম।

মজমুয়া ফাতাওয়া, ২/৭৩/৭৪ পৃষ্ঠা,—

যে ব্যক্তি পূজা পর্ব্বের স্থানে গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে। হিন্দুস্থানের কাফেরেরা যে রাত্রে অগ্নি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে,

সেই রাত্রে তথায় গমন করিলে এবং তাহারা উক্ত রাত্রে যে যে (বিশিষ্ট) কার্য্য করিয়া থাকে, তৎসমূদয়ে যোগদান করিলে কাফের হইতে হয়। ইহা ফছুল কেতাবে আছে।

ফেক্‌হে-আকবর,—

যদি কোন শিক্ষক কাহারও নিকট নওরোজের পাব্বনী যাচ্‌ঞা করে এবং উক্ত ব্যক্তি তাহাকে ঐ পাব্বনী দান করে, তরে উভয়েই কাফের হইবে। এমাম আবু হাফছ কবির বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি ৫০ বৎসর এবাদত করে এবং নূতন দিবস পর্ব্বের সম্মানার্থে কোন মোশরেককে কিছু তোহফা প্রদান করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে ও তাহার ৫০ বৎসরের এবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি কাফেরদের মেলায় পর্ব্ব দিবসে গমন করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে কোন মুসলমান পূজার পাঁঠা বা চাঁদা দিলে, হিন্দুদের বিজয়া পর্ব্ব দিবসে নৌকা বাইচ দিলে বা তাহাদের পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে জামাতা আনয়ন করিলে কাফের হইবে।

চতুর্থ ওয়াজ

নামাজ

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা মো'মেনুন)।

قَدْاَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۙ

"যে ঈমানদারেরা নিজেদের নামাজে মনোনিবেশকারী তাহারাই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।"

আরও উল্লিখিত হইয়াছে,— (ছুরা ত্বহা)।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"এবং তুমি আমার স্মরণ করার জন্য নামাজ সম্পাদন কর।"

হাদিছে আছে,—

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

"তুমি আল্লাহতায়ালার এবাদাত করিবে—যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ আর যদি তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে ধারণা কর যেন তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।"

যাহারা হকিকতে নামাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারাই গীত, বাদ্য, নর্ত্তন-কুর্দ্দন আনন্দ অনুভব করে। যদি তাহারা হকিকতে নামাজের বিন্দু পরিমাণ সন্ধান পাইত, তবে গীত, নর্ত্তন, কুর্দ্দনে মুগ্ধ হইত না। নামাজী যে সময় তকবীর পাঠ করে, সেই সময় উভয় জগত হইতে হস্ত উত্তোলন করতঃ মহিমান্বিত খোদার দরবারে উপস্থিত হয়, তাঁহার মহিমা ও গৌরবের সমক্ষে আপনাকে নত নগণ্য ধারণায় স্বীয় দেহ-প্রাণ তাঁহার জন্য উৎসর্গ করে। যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) এর তার উপরিস্থবৃক্ষ খোদার কালাম শ্রবণ ও ব্যক্ত করিয়াছিল, সেইরূপ তরিকতপন্থী কোর-আন পাঠ কালে একবার খোদার কালাম শ্রবণ, দ্বিতীয়বার উহা উচ্চারণ করিতে থাকে।

রুকুকালে অতি বিনীতভাবে তাঁহার নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তৎপরে খোদার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আদব সহ দণ্ডায়মান হয়, পরিশেষে অতি অনুনয় বিনয়ভাব প্রকাশ মানসে প্রেমাস্পদ খোদার দরবারে মস্তক অবনত করা হয়। প্রথম ছেজদাতে খোদা প্রাপ্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল, এই জন্য ক্রটি মার্জ্জনার আশায় উপবেশন করতঃ দ্বিতীয় ছেজদা করা হয়। আত্তাহিয়াতো উপলক্ষে এই নৈকট্য লাভের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়, খোদাতায়ালার একত্ব ও হজরতের নবুয়ত স্বীকার ব্যতীত নৈকট লাভ হইতে পারে না। এই হেতু শেষে কলেমা ও দরুদ পাঠ করা হয়। হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করিয়া খোল্লাত মাকামের অছিলায় এবাদতের পূর্ণতা প্রার্থনা করা হয়। নামাজ শেষ করিয়া আলমে-মালাকুত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলমে নাছুতে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে অথবা বন্ধুবান্ধবকে ছালাম করা হয়।

শাহ অকুকি (রঃ) নামাজের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, আজান দেওয়া কেয়ামতে ইস্রাফিল ফেরেশতার সিঙ্গায় ফুৎকার করা বুঝিবে। আজান শ্রবনান্তে মছজিদের দিকে ধাবমান হওয়া কেয়ামতে গোর ভেদ করতঃ হাশর প্রান্তরের দিকে ধাবিত হওয়া বুঝিতে হইবে। মছজিদে সারি সারি দণ্ডায়মান হওয়া হাশর প্রান্তরে সারি সারি দণ্ডায়মান হওয়া বুঝিবে। নামাজে হস্ত নাভির নিম্নে স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া হাশর প্রান্তরে খোদার হিসাবের জন্য সবিনয়ে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝিবে। নতশিরে রুকু করা, হিসাব দিতে অক্ষম হইয়া খোদার নিকট শির নত করা বুঝিবে। রুকু হইতে মস্তক উত্তোলন করা খোদার আদেশে হিসাব দিতে উত্থিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে। প্রথম ছেজদা করা, হিসাবে নিরুত্তর হইয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া ভূপতিত হওয়া বুঝিবে। প্রথম ছেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া উপবেশন করা খোদার আদেশের বিতাড়নে দ্বিতীয়বার হিসাব দিতে সমুত্থিত হওয়া বুঝিবে। দ্বিতীয় ছেজদা করা হিসাবে দোষী প্রমানিত হইয়া দয়া

প্রত্যাশী রূপে ভূতলশায়ী হওয়া বুঝিবে। প্রথম ছালাম হাশরের দক্ষিণ দিকে পয়গম্বর পীরগণের নিকট সুপারিশের জন্য উপস্থিত হইয়া ছালাম করা ও দ্বিতীয় ছালাম হাশরের বাম পার্শ্বে আত্মীয় স্বজনগণের নিকট নেকী প্রাপ্তির আশায় উপস্থিত হইয়া ছালাম করা বুঝিতে হইবে। মোনাজাত কালে হস্তদ্বয় উত্তোলন করা সমস্ত দ্বার হইতে নিরাশ হইয়া কেবল খোদার দ্বারে ক্ষমা ভিক্ষা করা বুঝিতে হইবে।

শামি কেতাবে আছে, আল্লামা কাহাস্তানি মোকাদ্দামায় কিদানীয়ার টীকায় লিখিয়াছেন, তহরিমা কালে হুজুরে-কলবের ওয়াজেব। কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, প্রত্যেক রোকনে হুজুরে-কলবের ওয়াজেব। যদি প্রত্যেক রোকনে হুজুরে কলবের না থাকে, তবে এজন্য গোনাহগার হইবে না, কিন্তু ছওয়াবের ভাগী হইবে না, কেহ কেহ বলেন, যে নামাজ হুজুরে কলবের না হয় উক্ত নামাজের কোন মূল্য নাই, এই কথাটি অগ্রাহ্য। এইরূপ মোলতাকাত, খাজানা ও ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। হুজুরে-কলবের অর্থ এই যে, নামাজি নামাজে যে কার্য্যগুলি করে অথবা যাহা কিছু পাঠ করে তৎসমুদয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা।

হজরত মোজাদ্দেদ (রঃ) বলিয়াছেন, নামাজের ফরজ ওয়াজেব, ছুন্নত ও মোস্তাহাবগুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক সম্পন্ন করাকে হুজুরে-কলব বলা হয়, ইহা ব্যতীত হকিকতেছালাতের ফয়েজ প্রকাশিত হইতে পারে না।

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, আমার স্মরণ করার জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠা (কায়েম) কর। আরও বলিয়াছেন, তুমি অমনোযোগী হইও না। নামাজ অনুনয় বিনয়, নম্রতা দুঃখ প্রকাশ লজ্জিত হওয়া এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করা। যে সময় তুমি নামাজ পাঠ করিবে, বিদায় গ্রহণ করার তুল্য নামাজ পাঠ করিবে যে সময় তোমার গোনাহ হইতে বিরত না রাখে, সেই নামাজ দুরত্বের কারণ হইবে। নামাজে গোপনীয় কথা বলা, অমনোযোগীতা দ্বারা উহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে? হজরত

আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) আমাদের সহিত কথা বলিতেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত কথা বলিতাম, কিন্তু নামাজের সময় তিনি যেন আমাদিগকে চিনিতেন না এবং আমরাও যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না, তিনি খোদার এবাদতে লিপ্ত হইতেন। যে নামাজ মনুষ্যের শরীর দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু অন্তর উহার সঙ্গী না থাকে, খোদাতায়ালা উক্ত নামাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। হজরত এব্রাহিম (আঃ) যে সময় নামাজ পড়িতেন, কলবের (হৃৎপিণ্ডের) শব্দ দুই মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যাইত। যে সময় ছইদ তনুখি (রঃ) নামাজ পড়িতেন, চক্ষের পানিতে তাঁহার মুখমণ্ডল ও শ্মশ্রু আর্দ্র হইয়া যাইত অশ্রুধারা নিবারিত হইত না। হজরত এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি তাহার মন ভীত হইত, তবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর উহার লক্ষণ প্রকাশ পাইত, হজরত হাছান বাছারি (রঃ) দেখিলেন, এক ব্যক্তি কঙ্কর লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বলিতেছেন যে, হে খোদা, আমাকে একটি বেহেশতী হুরের সহিত বিবাহ দাও। ইহা শুনিয়া হাছান বাছারি বলিলেন, হে সম্বন্ধকারী তুমি কঙ্কর লইয়া ক্রীড়া করিতেছ, আবার তুমি হুরের বিবাহ প্রার্থী, ইহা অতি মন্দ কর্ম্ম।”

অনেক নামাজি এরূপ আছে যে, তাহাদের নামাজে কষ্ট পরিশ্রম ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না। ইহা অমনোযোগী নামাজির অবস্থা। বান্দার নামাজের যে অংশটুকু মনোযোগ সহকারে সম্পাদিত হয় সেই অংশটুকু লিখিত হয়। কাহারও নামাজের ষষ্টাংশ বা দশমাংশ লিখিত হয়।

মোছলেম বেন ইয়াছের (রঃ) একদিবস বাসরার জামে মছজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় মছজিদের এক দিকের প্রাচীর ভূপতিত হইল, লোকে তজ্জন্য তথায় সমবেত হইতেছিল, কিন্তু উক্ত মোছলেম নামাজ শেষ না করা অবধি প্রাচীরের পতন সংবাদ আদৌ অবগত হইতে পারে নাই। হজরত আলি (রাঃ) নামাজের সময় কম্পিত হইতেন এবং

তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইত লোকে জিজ্ঞাসা করিতেন হে আমিরোল মোমেনিন আপনার কি হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিতেন, এখন উক্ত আমানত বহন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা খোদাতায়ালা আকাশ ভূতল ও পর্ব্বতের উপর পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং ভীত হইয়াছিল। যে সময় আলি বেনে হোছায়েন (রাঃ) ওজু করিতেন, সেই সময় তাঁহার রং জরদ হইয়া যাইত। এতদ্দর্শনে তাঁহার পরিজন বলিতেন ওজুর সময় আপনার এরূপ অবস্থা হয় কেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি এখন কাহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইব, তাহা কি তোমরা জান না? লোকে হাতেম আছেমের নিকট নামাজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি পূর্ণভাবে ওজু করিয়া থাকি, নামাজের স্থানে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করি, এমন কি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির হইয়া যায়। তৎপরে আমি নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হই, কা'বা শরীফকে ভ্রূগলের মধ্যে, পুলছেরাতকে আমার পদদ্বয়ের নিম্নে, বেহেশতকে আমার ডাহিন দিকে দোজখকে আমার বাম দিকে এবং মৃত্যুর ফেরেশতাকে পশ্চাতের দিকে ধারণা করি, তৎপরে ভয় ও আশা বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হই, মনোযোগ সহকারে তকবির পাঠ করি, ধীর স্থির ভাবে কোর-আন পাঠ করি, বিনীতভাবে রুকু করি, ভীত ভাবে ছেজদা করি, এবং বিশুদ্ধ ভাবে উপবেশন করি। তৎপরে জানি না যে আমার নামাজ খোদার দরবারে গৃহীত হইয়াছে কি না? হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, অমনোযোগী অন্তর সহ সমস্ত রাত্রি জাগরণ অপেক্ষা মনোযোগ সহ সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই রাকয়াত নামাজ সম্পাদন করা উত্তম।

পাঠক! চক্ষু দ্বারা চিত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া ছেজদা স্থানে, রুকুকালে পদদ্বয়ের দিকে, ছেজদা কালে নাসিকাদ্বয়ের দিকে উপবেশনকালে কোলের দিকে ও ছালাম কালে দুই স্কন্ধের দিকে দৃঢ়রূপে দৃষ্টীপাত করিলে, মনের স্থিরতা লাভ হয়। এই পঞ্চস্থল ব্যতীত ডাহিনে বামে সম্মুখের দিকে ও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। কর্ণে নানাবিধ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইলেও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, ইহার প্রতিকার কল্পে, কোর-আন, তছবিহ, ছানা, আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পাঠের উপর মনোনিবেশ করিবে। স্পষ্টভাবে কোর-আন ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে এইরূপ ভাবে পাঠ করিবে যেন উহার স্পষ্ট শব্দ কর্ণে শ্রবণ করিতে পারে। প্রত্যেক শব্দটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলে চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইতে পারে। বাহ্য কোন কারণে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, উহা দূর করার চেষ্টা করিবে। হাদীছে আছে, মলমুত্রের বেগ হইলে অগ্রে মলমূত্র ত্যাগ করিবে, ক্ষুধা, পিপাসা প্রবল হইলে অগ্রে ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ করার চেষ্টা করিবে, তৎপরে নামাজ পড়িবে। হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) আবু জাহমের প্রদত্ত একখানি চিত্রিত চাদর পরিধান করিয়াছিলেন, নামাজ পাঠান্তে হজরত উহা আবু জাহমের নিকট পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহা নামাজে আমার চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই হেতু তিনি রঙ্গিন পাদুকাদ্বয় একজন ভিক্ষুককে দান করিয়াছিলেন।

হজরত আবুতালহা নামক ছাহাবা একটি উদ্যানে নামাজ পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ একটি পক্ষী বৃক্ষের শাখার উপর উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তিনি নামাজের মধ্যে উক্ত পক্ষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এজন্য তিনি নামাজের কয় রাকয়াত পড়িয়াছেন, ইহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নামাজ পাঠান্তে তিনি হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে এই দুর্ঘটনার কথা অবগত করাইয়া বলিলেন, আমি এই উদ্যানটি খোদার পথে দান করিলাম।

যদি অতিরিক্ত পার্থিব চিন্তা মনে উদয় হইতে থাকে এবং সহজে উহা দুর করা সম্ভব না হয় তবে সজোরে দৃঢ়ভাবে উহার গতিরোধ করার চেষ্টা করিবে। একবার উক্ত চিন্তা ঘনীভূত হইয়া তোমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিবে এবং একবার তুমি উহা বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইবে, এইরূপ সংগ্রাম করিতে করিতে তোমার নামাজ শেষ হইবে। উদাহরণ স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, একজন পথিক বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম করা উলক্ষে নিদ্রাতুর হইয়াছিল। হঠাৎ একদল চড়ুই পক্ষী বৃক্ষোপরী বসিয়া শব্দ করিতে লাগিল, ইহাতে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পথিক একখানা বেতের ইশারায় পক্ষীদলকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। দ্বিতীয়বার একদল পক্ষী আসিয়া শব্দ করতঃ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। পথিক বারম্বার বেতের ইশারায় উহা দিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। পাঠক! বৃক্ষ তোমার মন, পক্ষীদল তোমার অন্তরের বিবিধ চিন্তা যতবার তোমার অন্তরে বিবিধ চিন্তার উৎপত্তি হইবে, ততবার তুমি একখানা বেতের সঙ্কেতে উহা দুর করার চেষ্টা কর, খোদার নিকট মনে মনে অনুনয় বিনয়সহ এই দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করাকে বেত তুল্য বুঝিতে হইবে।

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা বাকারাহ্)।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

"তোমরা নামাজ সমূহ ও মধ্যম নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং নিস্তব্ধ ভাবে আল্লাহতায়ালার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া থাক।"

এই আয়তে পাঞ্জগানা নামাজ, বিশেষতঃ আছরের নামাজ নিয়মিত সময়ে পাঠ করার তাকিদ করা হইয়াছে।

আহমদ, দারমি ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَـنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَ بُرْهَانًا وَ نَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰـمَةِ وَ مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَ لَا بُرْهَانًا وَ لَا نَـجَـاةً وَكَـانَ يَـوْمَ الْقِيٰـمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ ☆

"যে ব্যক্তি নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ করে, উহা তাহার জন্য কেয়ামাতের দিবস জ্যোতিঃ, দলীল ও মুক্তির কারণ হইবে। আর যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহার পক্ষে উহা জৌতিঃ দলীল ও মুক্তির কারণ হইবে না এবং সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস কারুন, ফেরয়াওন, হামান ও ওবাই বেনে খালফের সহিত থাকিবে।"

কোর-আন শরীফে আছে,— (ছুরা মরিয়ম)।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

"তৎপরে তাহাদের পশ্চাতে একদল লোক আগমন করিল যাহারা নামাজ নষ্ট করিল এবং রিপুর কামনা সমূহের অনুসরণ করিল, অচিরে তাহারা 'গাই' নামক কুপের সাক্ষাৎ পাইবে।"

'গাই' নামক কূপের দুর্গন্ধময়, মাংস, পুঁজ, রক্ত থাকিবে, যদি উহার এক বিন্দু দুনইয়াতে পতিত হয়, তবে দুনইয়ার লোকদের মস্তিষ্ক পূতিগন্ধে কলুষিত হইবে। যাহারা নামাজ নষ্ট করিবে এবং কুক্রিয়ায় লিপ্ত হইবে, তাহারা উক্ত কূপে পতিত হইবে।"

কোর-আন শরিফে আছে,— (ছুরা হুদ)।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ☆

তুমি দিবসের প্রান্তে এবং রাত্রির কতকাংশে নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয় নেকী সমূহ (নামাজ ইত্যাদি) গোনাহ (ছগিরা) লোপ করিয়া দেয়।

আহমদ নিম্নোক্ত হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শীতকালে এমতাবস্থায় বাহির হইলেন যে বৃক্ষপত্রগুলি পড়িতেছিল, তিনি একটি বৃক্ষের দুইটি শাখা লইলেন, উহার পত্রগুলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, যখন মুছলমান বান্দা আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তখন তাহার (ক্ষুদ্র) গোনাহগুলি পড়িয়া যায়—যেরূপ এই বৃক্ষ হইতে পত্রগুলি পড়িয়া যাইতেছে।"

ছহিহ মোছলেমে এই হাদিছটি আছে,—

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانِ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَ هُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ☆

যদি বৃহৎ (কবিরা) গোনাহগুলি ত্যাগ করা যায় তবে পাঞ্জাগাণা নামাজ এক জুমা হইতে অন্য জুমা এবং এক রমজান হইতে অন্য রমজান, তৎসমূদয়ের মধ্যবর্ত্তী গোনাহ (ছগিরাগুলি) মাফ করিয়া দেয়।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এই হাদিছগুলি আছে,—

اَرَأَيْتُمْ لَوْاَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِ كُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ قَالُوْالَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَاىَ ☆

"তোমরা বল, যদি তোমাদের কাহারও দরওয়াজায় একটি নদী থাকে ও প্রত্যেক দিবস সে ব্যক্তি পাঁচবার উহাতে গোছল করে, তবে তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিবে কি? ছাহাবাগণ বলিলেন, তাহার শরীরে কোন ময়লা থকিবে না। হজরত বলিলেন, ইহা পাঞ্জাগানা নামাজের দৃষ্টান্ত, আল্লাহতায়ালা তদ্দারা গোনাহগুলি মাফ করিয়া দেন"

মালেক, নাছায়ি ও আবুদাউদ এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,

আল্লাহ তায়ালা পাঞ্জাগানা নামাজ ফরজ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওজু করে, ঠিক সময় মত নামাজ পড়ে ইহার রুকু সম্পূর্ণ ভাবে আদায় করে ও বিনীতভাবে উহা সম্পন্ন করে, আল্লাহতায়ালা তাহার গোনাহ মার্জ্জনা করিবেন, এই ওয়াদা করিয়াছেন।

আর যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার কার্য্য না করে, তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার কোন ওয়াদা নাই, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে শাস্তি দিবেন, আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

পঞ্চম ওয়াজ

জাকাত

(১) কোর-আন ছুরা তওবা,—

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

"এবং যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহ করে ও উহা আল্লাহতায়ালার পথে ব্যয় করে না, তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর- যে দিবস তৎসমূদয় দোজখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে, পরে তদ্বারা তাহার চেহারা, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠ সকল দাগ করা হইবে। ইহা উক্ত বস্তু— যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছিলে। অনন্তর যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতে, তাহার আস্বাদন গ্রহণ কর।"

(২) ছহিহ মোছলেমে এই হাদিছটি আছে,—

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَّ لَا فِضَّةٍ لَّا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُفِّحَتْ لَهٗ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهٗ وَ جَبِيْنُهٗ وَ ظَهْرُهٗ كُلَّمَا رُدَّتْ اُعِيْدَتْ لَهٗ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ☆

"যে কোন স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক উহার হক আদায় না করে, কেয়ামতের দিবস উহা দোজখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিময় তক্তা করা হইবে, তৎপরে তদ্বারা তাহার পার্শ্বদেশ, ললাট ও পৃষ্ঠদেশ দাগ করা হইবে। যখন টানিয়া লওয়া হইবে তখনই পুনরায় তাহাকে দাগ করা হইবে, উক্ত দিবস যাহার পরিমাণ ৫০ সহস্র বৎসর হইবে।"

(৩) এমাম বোখারী (রঃ) এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا لًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَه' مُثِّلَ لَه' مَا لَه' يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَه' زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه' يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ وَ اَنَا كَنْزُكَ ☆

"আল্লাহতায়ালা যাহাকে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি উহার জাকাত আদায় করিল না, তাহার সেই অর্থ কেয়ামতের দিবস এরূপ সর্পে পরিবর্ত্তন করা হইবে যাহার মস্তকে কেশ নাই এবং চক্ষে দুইটি কাল তিল থাকিবে, উক্ত সর্প দ্বারা তাহার গলবন্ধন করা হইবে এবং সেই সর্প তাহাকে মুখে করিয়া বলিবে, আমি তোমার অর্থ ও ধন ভাণ্ডার।"

(৪) আবুদাউদ এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা এই জন্য জাকাত ফরজ করিয়াছেন যে, তোমাদের অবশিষ্ট অর্থগুলিকে পাক করিয়া দিবেন।"

(৫) এমাম বোখারী এই হাদিছটি তারিখে উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ ☆

"যে অর্থে জাকাত ফরজ হইয়াছে এবং উহার জাকাত প্রদান করা হয় নাই, উক্ত অর্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

(৬) কোর-আন শরিফে আছে,—

وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ

"এবং তিনি খয়রাতকে বৃদ্ধি করিয়া দেন।"

(৭) ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে,—

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَّ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"যে ব্যক্তি হালাল (পাক) উপার্জ্জন দ্বারা একটি খোর্ম্মা দান করে, নিশ্চয় আল্লাহ উহা সাদরে গ্রহণ (কবুল) করেন, যেরূপ তোমাদের একজন ঘোটকের শাবক প্রতিপালন করে, সেইরূপ তিনি উহা প্রতিপালন করেন, এমন কি উহা (ওজনের পাল্লাতে) পর্ব্বতের তুল্য (ভারি) হইবে।"

(৮) এমাম মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ

"খয়রাত কোন অর্থকে কম করে নাই।"

(৯) ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে,—

"মনুষ্যদিগের প্রভাতে চৈতন্য হইলে, দুইজন ফেরেশতা নাজিল হইয়া থাকেন, তাহাদের একজন বলেন, ইয়া আল্লাহ তায়ালা, তুমি দানশীলের ধনজন বৃদ্ধি করিয়া দাও, অন্য ফেরেশতা বলেন, হে খাদা তুমি কৃপণের অর্থ নষ্ট করিয়া দাও।"

(১০) তেরমেজি এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দাতা ব্যক্তি আল্লাহ, বেহেশত ও লোকদের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং দোজখ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া যায়। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ বেহেশত ও লোকদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হয় এবং দোজখের নিকটবর্ত্তী হয়। আল্লাহতায়ালার নিকট নিরক্ষর দাতা, কৃপণ তাপস (এবাদাতকারী) অপেক্ষা উত্তম।"

(১১) এমাম মোছলেম এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"একটি লোক এক ময়দানে মেঘের মধ্য হইতে এই শব্দ শুনিতে পাইলেন যে, অমুকের উদ্যানে পানি বর্ষণ কর। তৎপরে উক্ত মেঘটি তথা হইতে চলিয়া গিয়া এক প্রস্তরময় স্থলে পানি বর্ষণ করিল। উক্ত সম্পূর্ণ পানি তথা হইতে একটি সমতল ক্ষেত্রের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হইল। সেই লোকটি পানির পশ্চাৎগামী হইয়া একটি লোককে দেখিতে পাইল যে, সে দণ্ডায়মান হইয়া একখানা কুদালি দ্বারা (পথ পরিস্কার করিয়া) নিজের উদ্যানে পানি আনয়ন করিতেছে। সে ব্যক্তি বলিল, হে খোদার বান্দা, তোমার নাম কি ? তদুত্তরে সে বলিল, আমার নাম অমূক। যাহা প্রথমোক্ত ব্যক্তি মেঘের মধ্যে শ্রবণ করিয়াছিল। তৎপরে শেযোক্ত ব্যক্তি বলিল, তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? সে ব্যক্তি বলিল এই পানি যে মেঘ হইতে বর্ষণ হইয়াছে উক্ত মেঘের মধ্যে একটি শব্দ শুনিয়া কেহ তোমার নাম লইয়া বলিতেছে যে, অমুকের উদ্যানে পানি বর্ষণ কর। (এ ক্ষেত্রে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি), তুমি উহাতে কি করিয়া থাক ? সে ব্যক্তি বলিল, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, কাজেই বলি, উক্ত বাগানের উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করিয়া থাকি, আমি সপরিবারে উহার এক তৃতীয়াংশ ভক্ষণ করি এবং উহার এক তৃতীয়াংশ উক্ত বাগানের তত্ত্বাবধানে ব্যয় করিয়া থাকি।

(১২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে,—

"বনি ইস্রাইলের মধ্যে তিনটি লোক ছিল- একজন ধবল (শ্বেতকুষ্ঠ) গ্রস্ত, দ্বিতীয় টাকপড়া (কেশহীন) ও তৃতীয় অন্ধ। আল্লাহতায়ালা তাহাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। তিনি ধবলগ্রস্ত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, কোন বস্তু তোমার পক্ষে সমধিক প্রীতিজনক ? সেই লোকটি বলিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চর্ম্ম এবং আমার এই ব্যাধি উপশম হওয়া যাহার জন্য লোক আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাতে সেই ফেরেশতা তাহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার ব্যধি নিরাময় হইয়া গেল এবং সে ব্যক্তি সুন্দর রং ও চর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। ফেরেশতা বলিলেন, কোন সম্পদ তোমার পক্ষে সমধিক প্রীতিজনক ? সে ব্যক্তি বলিল, উট। তখন তাহাকে একটি গর্ভিনী উট দেওয়া হইল। ফেরেশতা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উহাতে বরকত দিন।

তৎপরে তিনি টাকপড়া লোকটীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমার পক্ষে কোন বস্তু সমধিক প্রীতিজনক ? সে বলিল, সুন্দর কেশ এবং আমার এই ঘৃণাজনক ব্যাধি দুরীভূত হওয়াই আমার নিকট সমধিক প্রীতিজনক। তখন ফেরেশতা তাহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার এই ব্যাধি দুরীভূত হইয়া এবং সে সুন্দর কেশ প্রাপ্ত হইল। ফেরেশতা বলিলেন, কোন সম্পদ তোমার পক্ষে সমধিক প্রীতিজনক ? সে বলিল, গো। তখনই সে একটী গর্ভবতী গাভী প্রাপ্ত হইল। উক্ত ফেরেশতা বলিলেন, খোদাতায়ালা তোমার জন্য উহাতে বরকত প্রদান করুন। তৎপরে তিনি সেই অন্ধ লোকটীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন তোমার পক্ষে কোন বস্তু সমধিক প্রীতিজনক ? সে বলিল, আল্লাহতায়ালা আমার চক্ষুতে জ্যোতিঃ ফেরত দিন এবং আমি তদ্দ্বারা লোকদিগকে দেখিতে পাই, ইহাই আমার পরম প্রীতিজনক বিষয়। ইহাতে তিনি তাহাকে স্পর্শ করিলেন।

আল্লাহতায়ালা তাহার চক্ষে জ্যোতিঃ পূনঃ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন তোমার পক্ষে কোন সম্পদ সমধিক প্রীতিজনক সে বলিল ছাগল। তৎক্ষণাৎ সে একটী গর্ভবতী ছাগল প্রাপ্ত হইল। উক্ত উষ্ট্রী গাভী ও ছাগীর বংশ বৃদ্ধি হইল। প্রথম ব্যক্তির এক প্রান্তরপূর্ণ উট, দ্বিতীয় ব্যক্তির এক প্রান্তরপূর্ণ গো এবং তৃতীয় ব্যক্তির এক প্রান্তরপূর্ণ ছাগল হইয়া গেল। অনেক বৎসর পরে উক্ত ফেরেশতা তাঁহার প্রথম আকৃতিতে প্রথম ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি একজন দরিদ্র, বিদেশে আমার কোন সম্বল নাই, আল্লাহ ব্যতীত অদ্য আমার কোন অবলম্বন নাই। যে আল্লাহতায়ালা তোমাকে সুন্দর আকৃতি, সুন্দর চর্ম্ম এবং অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহার নামে তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি—এই প্রবাসে তদ্বারা জীবন যাপন করিব। সে ব্যক্তি বলিল, বিস্তর হকদার রহিয়াছে। ফেরেশতা বলিলেন, আমি যেন তোমাকে চিনিতেছি, তুমি কি শ্বেতকুষ্ঠ গ্রস্ত ছিলে না যে, লোকে তোমাকে হেয় জ্ঞান করিত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না যে আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছেন। তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি এই সম্পদ পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ফেরেশতা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্ব্ব অবস্থায় পরিণত করুন, তাহাই হইয়া গেল। তৎপরে দ্বিতীয় লোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথম লোকটিকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাকেও সেইরূপ বলিলেন, এবং দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকটির ন্যায় উত্তর প্রদান করিল। ফেরেশতা বলিলেন, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার প্রথম অবস্থায় পরিণত করুন, তাহাই হইয়া গেল। তৎপরে তিনি নিজ প্রথম আকৃতিতে তৃতীয় লোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি একজন দরিদ্র এবং বিদেশী লোক, প্রবাসে আমার কোন সম্বল নাই, অদ্য আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন ভরসা নাই। যে আল্লাহ তোমার চক্ষে জ্যোতিঃ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নামে তোমার নিকট একটি ছাগল

ভিক্ষা চাহিতেছি, তদ্দারা আমি এই বিদেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিল, আমি অন্ধ ছিলাম তৎপরে আল্লাহ আমার চোখের জ্যোতিঃ ফেরৎ দিয়াছেন, তুমি যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর এবং যাহা ইচ্ছা ত্যাগ কর। খোদার শপথ তুমি যাহা আল্লাহতায়ালার নামে গ্রহণ করিবে, আমি অদ্য তাহাতে বাধা প্রদান করিব না। ফেরেশতা বলিলেন, তুমি তোমার সম্পদ রক্ষা কর। তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইল, আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় লোকটির প্রতি নারাজ হইয়াছেন।

(১৩) বয়হকি দালাএলোনবয়ুতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

("হজরত) ওছমানের একটি মুক্তি প্রাপ্ত দাস বলিয়াছেন, (হজরত উম্মে ছালমা) (রাঃ) কে একখণ্ড মাংস উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল, (হজরত) নবী করিম (ছাঃ) মাংস পছন্দ করিতেন, এজন্য উক্ত বিবি দাসীকে বলিলেন, তুমি উহা গৃহে রাখিয়া দাও, বোধ হয় হজরত নবি করিম (ছাঃ) উহা ভক্ষণ করিবেন। এই হেতু দাসী উহা গৃহের জানালার নিকট রাখিয়া দিল। একজন ভিক্ষুক দরওয়াজায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা ছদকা প্রদান কর, আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে বরকত দিন। গৃহবাসীরা ঠিক সেইরূপ উত্তর দিলে, ভিক্ষুক চলিয়া গেল। তৎপরে হজরত আগমন করিয়া বলিলেন, হে বিবি তোমাদের নিকট আমার ভক্ষণ করার উপযুক্ত কোন বস্তু আছে কি ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি দাসীকে বলিলেন, তুমি যাও এবং হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর নিকট উক্ত মাংস আনয়ন কর। দাসী জানালার নিকট গমন করিয়া একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই পাইল না। ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমরা ভিক্ষুককে উহা দান কর নাই, এই জন্য উহা শ্বেত প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

(১৪) তফছিরে আজিজির ছুরা নুহের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে,—

ইমন দেশের অন্তর্গত ছায়না নামক প্রদেশে একজন সাধুলোক ছিলেন, তাঁহার খোর্ম্মা ইত্যাদি ফলের বাগান ছিল। তিনি সেই বাগানের

ফল সংগ্রহ করার দিবস দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া আনিতেন এবং তরুতলে একটি শয্যা প্রসারণ করিতেন। হস্ত প্রসারণ করিয়া বৃক্ষের যে ফলগুলি ধরিতে পারিতেন না, বায়ু দ্বারা যে ফলগুলির তরুলতা নিক্ষিপ্ত হইত বা যাহা শয্যার উপর পতিত হইত, তিনি সমুদয় দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। আপাততঃ লভ্য ফলের দশ ভাগের এক ভাগ দ্বীন দুঃখীদিগকে দিতেন। সেই সৎলোকটির মৃত্যুর পরে তাহার কয়েকটি পুত্র বলিতে লাগিল সম্পত্তি অল্প এবং আমাদের পরিবারবর্গের সংখ্যা অধিক। পিতা যেরূপ করিয়াছেন, আমরা তদ্রুপ আচরণ করিলে আমাদের জীবিকা সঙ্কীর্ণ হইবে। প্রত্যুষ্য দরিদ্রগণ সংবাদ না পাইতেই আমরা উদ্যানে যাইয়া সমুদয় ফল ছিড়িয়া আনিব, কিন্তু তাহাদের মধ্যম ভাই খোদাভীরু ছিল। সে বলিতে লাগিল, দরিদ্রদিগের স্বত্ব নষ্ট করিও না, তাহাদিগকে দান করিলে ফল শস্যের বরকত হয়। তাহাদের দেওয়াতে উহা সুরক্ষিত হয়, খোদা উক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হন—যাহারা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি দয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। আল্লাহতায়ালাকে ভুলিও না এবং নিজেদের কার্য্যকুশলতার গরিমা করিও না, কারণ কার্য্যের ভাল মন্দের বিধাতা এই একমাত্র খোদাতায়ালা। অন্যান্য ভাইগণ তাহার এই উপদেশ বাণীর প্রতি কর্ণপাতও করিল না। তাহারা শপত করিয়া বলিল যে, নিশ্চয় অতি প্রত্যুষে তাহার ফল সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, কিন্তু খোদার নাম মুখে লইল না। এদিকে রাত্রিকালে একটি ঘুর্ণীয়মান অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হইয়া শস্যগুলি ভস্মীভূত করিয়া দিল। প্রভাতে তাহারা পরস্পরকে ডাকিয়া বলিতেছিল যদি তোমরা শষ্য কর্ত্তন করার ধারণা কর, তবে অতি সত্বর নিজেদের ক্ষেত্রে গমণ কর। তাহারা গমনকালে চুপে চুপে বলিতেছিল যে, অদ্য তোমাদের নিকট কোন দরিদ্র কিছু লইতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে না। যখন তাহারা নিজেদের শস্যক্ষেত্রকে দগ্ধীভূত হইয়াছে দেখিল, তখন দিশাহারা হইয়া বলিতে লাগিল যে, এইটি আমাদের শস্যক্ষেত্র নহে, আমরা পথ ভুলিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তৎপরে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিল, হায় আমরা খোদার কোপে পড়িয়া বঞ্চিত হইয়াছি। মধ্যম ভাই বলিতে লাগিল, আমি

কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, তোমরা খোদাকে ও তাঁহার তছবিহ পাঠ ভুলিও না। তখন একে অপরকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল আমরা অত্যাচার ও অবাধ্যতা করিয়াছি। মধ্যম ভাই বলিল এস ভাইরা, আমরা এখন গাত্রে ভস্ম মর্দ্দন করিয়া শস্য ক্ষেত্রে রোদন করিতে থাকি, আমাদের তওবা কবুল না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই অবস্থায় থাকিব। খোদা তাহাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন। এইদিকে একজন বাদশা সৈন্য সামন্ত সহ সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমণ করিতেছিলেন। তাহাদের এই কাতর ক্রন্দন দেখিয়া উজিরকে তাহাদের অবস্থা তদন্ত করিতে পাঠাইলেন। বাদশাহ ইহা শ্রবণে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ শস্যের মূল্য প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা প্রথমে ইহা হইতে দরিদ্রদিগের হক আদায় করিবে, পরে উহা নিজেদের কার্য্যে ব্যয় করিবে।"

(১৫) তফছিরে খাজেনে ছুরা কাছ্যছের তফছিরে আছে, হজরত মুছা (আঃ) এর জামানায় কারুন নামক একজন মহা ধনশালী লোক ছিল তাহার ধনাগার সমূহের কুঞ্চিকা এত অধিক ছিল যে, চল্লিশ জন বলবান লোকের পক্ষে উহা বহন করা গুরুভার হইত। কারুণ শনিবার দিবসে বিচিত্র লোহিত বসনে আচ্ছাদিত হইয়া স্বর্ণময় আসনে শুভ্র উষ্ট্রপরি উপবিষ্ট হইয়া স্বজাতির নিকট আগমন করিত। এইরূপ চারি সহস্র লোক উষ্ট্র সমূহের উপর আরোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে গমণ করিত। লোভিত বসনা সুসজ্জিত দাসী উষ্ট্রারুঢ়া অবস্থায় তাহার সঙ্গে যাইত। হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি কারুণের ভয়ানক হিংসা ও শত্রুতা ছিল। অনবরত সে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিত। সকলে সঞ্চিত অর্থরাশির জাকাত প্রদান করিবে, হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি এই হুকুম নাজিল হয়। তিনি আল্লাহতায়ালার আদেশে কারুণকে বলিলেন যে, প্রত্যেক সহস্র টাকায় তোমাকে একটি করিয়া টাকা দান করিতে হইবে। কারুণ হিসাব করিয়া দেখিল যে তাহাতে প্রচুর পরিমাণ টাকা তাহার হস্তচ্যুত হয়। তখন সে কৃপণতা বশতঃ নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্র করিল। সে কতকগুলি উন্নত বনি ইস্রায়িলকে ডাকিয়া বলিল মুছা যখন যাহা বলিয়াছেন, তোমরা তাহা পালন

করিয়াছ। এক্ষণে তিনি তোমাদের ধন সম্পত্তি হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া জাকাতের ছলনা করিতেছেন। তাহারা বলিল, তুমি আমাদের দলপতি তুমি কি আদেশ কর? সে বলিল,যদি আমি তাহাকে সাধারণ লোকের সাক্ষাতে ঘৃণিত ও লজ্জিত করিতে পারি, তবে লোক আর তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। অনন্তর সে সবজা নাম্নী একটী ব্যাভিচারিণী নারীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া এই অঙ্গীকারবদ্ধ করিল যে সে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে যে হজরত মুছা (আঃ) তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে! পরদিবস হজরত মুছা (আঃ) কারুণের সাক্ষাতে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন যে, যে ব্যক্তি চুরি করিবে তাহার হস্তছেদন করা যাইবে, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করিবে, অবিবাহিতা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে আহত ও বিবাহিত হইলে, প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করা হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া কারুণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, যদি তুমি নিজে এইরূপ অপরাধ কর, তবে কি হইবে? হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি অপরাধী হইলেও এই শাস্তি পাইব। কারুণ বলিল, ইস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মনে করিতেছে যে, তুমি অমুক নারীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছ। তিনি বলিলেন, খোদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, একি ভয়ানক কথা ! তুমি সেই স্ত্রীলোককে উপস্থিত কর। তৎপরে সবজা সভায় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, সে খোদার শপথ, যিনি সাগরকে বিভক্ত ও তওরাত নাজেল করিয়াছেন, তুমি সত্য কথা বল। স্ত্রীলোকটি আতঙ্কিত হইয়া বলিতে লাগিল, হে মুছা! এই কারুণ তোমার প্রতি অপবাদ রটনা করিতে আমাকে অনেক টাকা উৎকোচ দিয়াছে, আমি ঘোর কলঙ্কিনী, আমি কিরূপে তোমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিব? এই দেখ, কারুণের সেই মোহরাঙ্কিত দুইটী মোহরপূর্ণ থলি আমার নিকট রহিয়াছে। বনি ইস্রায়েলগণ থলিতে কারুণের মোহর দেখিয়া তাহার প্রতারণা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল ! তখন হজরত মুছা (আঃ) মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে খোদা ! তুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। খোদা বলিলেন, হে মুছা ! আমি মৃত্তিকাকে তোমার বাধ্য করিয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে লোক সকল আমি ফেরাউন ও কারুণ

উভয়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। কারুণের সঙ্গিগন আমার সঙ্গিগণ হইতে পৃথক হইয়া কারুণের সঙ্গে স্থির থাক। সমস্ত বনি-ইস্রায়েল তথা হইতে পৃথক হইয়া গেল। কেবল দুইজন লোক তাহার সঙ্গে থাকিল তিনি মৃত্তিকাকে বলিলেন, উহাদিগকে ধৃত কর। তখন মৃত্তিকা তাহাদের জানু পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু হজরত মুছা (আঃ) বারম্বার বলিতেছিলেন, হে মৃত্তিকা, তুমি ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেল। ক্রমান্বয়ে তাহাদের কটীদেশ ও গ্রীবা পর্য্যন্ত ভূ-গর্ভে প্রোথিত হইল। তাহারা অনেক ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছিল কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না অবশেষে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছাতে কারুণের সমস্ত গৃহ, অট্টালিকা ও ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল।"

(১৬) ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে,—

"প্রত্যেক মুছলমানের প্রতি ছদকা ওয়াজেব। ছাহাবাগণ বলিলেন, যদি তাহারা অক্ষম হয়, তবে কি করিবে ? হজরত বলিলেন, এক্ষেত্রে নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজে ব্যয় করিবে এবং ছদকা করিবে। ছাহাবাগণ বলিলেন, যদি সে ব্যক্তি ইহা না পারে তবে কি করিবে ? হজরত বলিলেন, তবে অভাবগ্রস্ত বিপন্ন প্রপীড়িত লোকের সাহায্য করিবে। তাঁহারা বলিলেন, যদি তাহাও না পারে, তবে কি করিবে ? হজরত বলিলেন তবে (লোককে) সৎকার্য্যের হুকুম করিবে। তাঁহারা বলিলেন, যদি তাহাও না পারে তবে কি করিবে ? তিনি বলিলেন, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি (লোককে) মন্দকার্য্য হইতে বাধা প্রদান করিবে, ইহাও ছদকার মধ্যে গণ্য।"

(১৭) উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আছে,—

"সূর্য্য উদয় হইলেই, লোকের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্ধি স্থলের উপর ছদকা করা ওয়াজেব হইয়া যায়।

দুইটি লোকের মধ্যে ন্যায় বিচার করা একটি ছদকা, লোককে চুতুষ্পদের উপর আরোহণ করান কিম্বা উহার উপর কোন বস্তু উঠাইয়া দেওয়া একটি ছদকা। উত্তম কথা একটি ছদকা। নামাজ পড়িতে যাওয়ার

জন্য প্রত্যেক পদ নিক্ষেপ একটি ছদকা এবং পথ হইতে কন্টক দূর করা একটি ছদকা।"

(১৮) ছহিহ মোছলেমে আছে,—

"প্রত্যেক মনুষ্যের ৩৬০টি গাঁইট সৃজিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি উক্ত সংখ্যার পরিমাণ তক্‌বির আলহামদোলিল্লাহ, কলেমা, তছবিহ ও এস্তেগফার পাঠ করে, পথ হইতে প্রস্তর অস্থি বা কন্টক দূর করিয়া ফেলে, সৎকার্য্যের হুকুম করে, কিম্বা অহিত কার্য্য করিতে নিষেধ করে, সে ব্যক্তি সেই দিবস নিজেকে দোজখের অগ্নি হইতে পরিত্রাণ করিয়া লয়।"

(১৯) তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন,—

"প্রত্যেক সৎকার্য্য ছদকা, মুছলমান ভ্রাতার সহিত হাস্যমুখে সাক্ষাৎ করা এবং নিজের ডোল হইতে মুছলমান ভাইয়ের ডোলে পানি ঢালিয়া দেওয়া ছদকা, পথভ্রান্ত, লোককে পথের অনুসন্ধান বলিয়া দেওয়া ছদকা।"

(২০) আরও তাঁহার বর্ণনা,—

"যে ব্যক্তি কোন উলঙ্গ মুছলমানকে বস্ত্র দান করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতে সবুজ রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করাইবেন। যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত্ত মুছলমানকে খাদ্য দান করে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশতের ফল ভক্ষণ করাইবেন। আর যে ব্যক্তি কোন তৃষ্ণার্থ মুছলমানকে পানি দান করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতের রহিক মখতুম নামক বিশুদ্ধ সুরা পান করাইবেন।।"

(২১) তাঁহার বর্ণনা,—

"ছদকাতে খোদার কোপের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।"

সমাপ্ত